নিকোলাস নিকলবি

চার্লস ডিকেন্স

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৪

এক

দুনিয়া ভর্তি মানুষ গিজগিজ করছে। তবে তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বড় শহরে বাস করে, অথচ মাথা কুটে মরলেও কোন বন্ধুর দেখা পায় না।

মিস্টার গডফ্রে নিকলবির কাছে লণ্ডন তেমনই এক শহর। বছরে আশি পাউণ্ডের মত রোজগার তাঁর। বিয়ে করলেন দেরি করে। দুটো ছেলে জন্মানোর পর, সামান্য আয়ে সংসার চালাতে রীতিমত হিমশিম খেতে লাগলেন।

কিন্তু একদিন সকালে একটা চিঠি পেয়ে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। গডফ্রের চাচা ভাতিজার জন্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড রেখে গেছেন। খবরটা নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর, কারণ জীবিত অবস্থায় বৃদ্ধ কখনোই গরীব ভাতিজার খোঁজখবর নেননি।

ডেভনশায়ারে একটা ছোট ফার্ম কিনলেন গডফ্রে। বাকি টাকাটা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখলেন, সে সঙ্গে প্রাণপাত করতে লাগলেন ফার্মে।

ফলে, বছর পনেরো পর মারা যাওয়ার সময় দু'ছেলের জন্যে যৎসামান্য সম্পত্তি রেখে যেতে পারলেন। বড় ছেলে রালফ পেল নগদ তিন হাজার পাউণ্ড, আর ছোট ছেলে নিকোলাসের ভাগে পড়ল ফার্ম এবং এক হাজার পাউণ্ড।

এক্সটারের একটি স্কুলে দু ভাই একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। আবাসিক স্কুল। বাড়িতে বেড়াতে এলে মায়ের মুখে নানা গল্প শুনতে পেত ওরা– কিভাবে ওদের বাবা দারিদ্র্যের মোকাবিলা করেছেন, এবং তাঁর চাচা কী পরিমাণ ধনী এবং গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন– এইসব আরকি।

এসব গল্প শুনলে দু ভাইয়ের দু'রকম অনুভূতি হত। শান্ত স্বভাবের নিকোলাসের মনে হত, জমকালো জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে বাবার মত সহজ জীবনযাপনে সন্তুষ্ট থাকাই ভাল। রালফ অবশ্য ভিন্ন মতের অনুসারী। তার মতে, সুখ আর ক্ষমতার জন্যে চাই অর্থ, এবং যে কোন উপায়ে সেটা উপার্জন করা উচিত। কিশোর বয়সেই ব্যবসায়ী বুদ্ধি কাজে লাগাতে শুরু করে সে। তার পেন্সিল, খেলনাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র সুদে ধার দিত। স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিন পর থেকে টাকা-পয়সাও ধার দিতে আরম্ভ করল। ওর নিয়ম ছিল, 'হাফ পেনির জন্যে দু পেন্স।' রালফ সম্পর্কে এতসব জেনে পাঠকদের হয়তো মনে হতে পারে ও-ই এ গল্পের নায়ক, কিন্তু আসলে তা নয়। বাবার মৃত্যুর পর রালফ লণ্ডনে এক

সওদাগরী অফিসে কাজ নিল। টাকার পিছে ছুটতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, ছোট ভাইটার কথা ভুলেই গেল বেশ ক'বছরের জন্যে।

নিকোলাস ওদিকে ফার্মে একাকী বাস করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছে। শেষটায় এক প্রতিবেশীর মেয়েকে বিয়ে করল। এক হাজার পাউণ্ড যৌতুক পেল বিয়েতে।

ছেলে ও মেয়ের বয়স যথাক্রমে উনিশ আর চোদ্দ হলে নিকোলাস উপলব্ধি করলেন, ওদের লেখাপড়ার খরচ তাঁর রোজগারের বেশিরভাগটাই খেয়ে নিচ্ছে। আয় বাড়ানোর চিন্তা জাঁকিয়ে বসল তাঁর মাথায়।

'শেয়ারে খাটাও,' পরামর্শ দিলেন তাঁর স্ত্রী।

'শেয়ার?' চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছেন নিকোলাস।

'কেন নয়?'

'যদি সর্বস্বান্ত হই?' মৃদু কণ্ঠে বলেছেন নিকোলাস। 'তবে তো পথে বসতে হবে।'

'ধ্যাত!' বলেছেন মিসেস নিকলবি। 'ছেলেটা বড় হয়েছে না? ও কাজ-কর্মে ঢুকবে। বেচারী মেয়েটার কথাও একটু ভাবো। একটা ফুটো পয়সাও দিতে পারব না ওর বিয়েতে। তোমার ভাই রালফ তো শেয়ারের কারবার করেই অত টাকা কামিয়েছে!'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করেছেন নিকলবি। 'ঠিকই বলেছ। আমিও স্পেকুলেট করব।'

স্পেকুলেশান হচ্ছে জুয়ার মত– লাভ হলে লালে লাল, লোকসান হলে ফতুর। ভাগ্য নিকলবির পক্ষ নিল না। চারজন লোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হলো। আর কপাল পুড়ল চারশো লোকের– নিকলবিও তাদের একজন।

'বাড়িটা যাবে,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন তিনি। 'ফার্নিচারগুলোও থাকবে না!'

প্রচণ্ড মনঃকষ্টে ভেঙে পড়লেন তিনি, ফলে বিছানা নিতে হলো।

ডাক্তার, নার্স, উকিল, পাদ্রী, প্রতিবেশীদের সান্ত্বনায়ও কোন লাভ হলো না।

বেশ কিছুদিন ভুগে মারা গেলেন তিনি।

দুই

রালফ নিকলবি বণিক নন, ব্যাংকার বা উকিলও নন। তাঁকে পেশাদার ভদ্রলোক বলা চলে না, কারণ কি যে তাঁর পেশা তা কেউই জানে না।

গোল্ডেন স্কয়্যারে প্রাসাদোপম এক বাড়িতে বাস করেন তিনি। দরজায় লটকানো 'অফিস' দেখলে অবশ্য মেনে নিতে হয়, তিনি কোন না কোন ধরনের

ব্যবসা করেন।

আসলে তাঁর শুকনো মুখের কেরানীটিই এক্ষেত্রে মস্ত বড় প্রমাণ : সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি কানে পেন্সিল গুঁজে বসে থাকে সে: বারান্দার শেষপ্রান্তের ছোট একটি ঘরে। নিউম্যান নগস তার নাম। লম্বা লোকটির একটা লাল নাক আছে, আরও আছে ছোট হয়ে যাওয়া একটা সুট।

রালফ নিকলবিকে বলতে শোনা যায়, তাঁর কেরানী জুয়ায় সর্বস্ব খুইয়ে মদ ধরেছিল। তখন তিনিই নাকি বুঝিয়ে শুনিয়ে ফিরিয়েছেন।

'দয়া করে নিয়েছিলাম ওকে,' বলেন নিকলবি। 'তারপর থেকে রয়ে গেছে। মাথায় একটু ছিট আছে যদিও, তবে কাজের লোক।'

কর্মচারী সম্বন্ধে এ কথাগুলো বললেও সে যে নামমাত্র বেতনে কাজ করছে ও কথাটি ভুলেও মুখে আনেন না রালফ। তাছাড়া, নগসের আরেকটি মস্ত গুণ আছে। স্বল্পভাষী লোক সে। রালফের এমন কতগুলো ব্যবসা আছে, যেগুলোর কথা লোক জানাজানি হলে মুশকিলে পড়তে হবে।

রালফের কথা খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তবে কেতাদুরস্ত পোশাক, এবং সোনার ঘড়ি পরেন তিনি। লণ্ডনের ওই অংশে তাঁকে ধনী লোক হিসেবে সম্মান করা হয়। লোকটা দয়ালুও বটে, কিন্তু তাঁর ঠাণ্ডা চোখজোড়া অনেককেই সাহায্য চাইতে দ্বিধায় ফেলে দেয়।

স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি যে বুদ্ধিগুলো বার করেছিলেন, তাতে বোঝা যায় তাঁর বেশিরভাগ সময় অ্যাকাউন্ট বইগুলোর পেছনে ব্যয় হয়। লোকজন তাঁর কাছে চড়া সুদে ধার নিতে আসে, কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের লোক এলে যে তিনি খেপে যান, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এক বিকেলে রালফ নিকলবি ব্যবসায়িক মীটিং সেরে ফিরছেন– কিসের মীটিং সে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল– তাঁর কেরানী রাস্তায় দেখা করল।

'এটা দিতে এসেছি,' বলল নিউম্যান নগস। পকেট থেকে ধীরে ধীরে একটা খাম বার করতে লাগল। 'কালো বর্ডার দেয়া, স্ট্র্যাণ্ড থেকে এসেছে, মহিলার হাতের লেখা মনে হচ্ছে।'

'কালো বর্ডার?' খামটার দিকে চেয়ে বললেন রালফ। 'সেরেছে! আমার ভাই মারা গেলে আশ্চর্য হব না।'

'আপনি কখনোই আশ্চর্য হন না,' বলল নগস।

কেরানীর হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে নিলেন রালফ। চিঠি পড়ে গুঁজে দিলেন পকেটে।

'যা ভেবেছিলাম। মরেছে। বিধবা দুই বাচ্চা নিয়ে লণ্ডনে হাজির, নগস। ভাই আমার জন্যে জীবনে কিছু করেনি, করুক চাইওনি। কিন্তু সে পটল তোলামাত্র একটা বয়সী মহিলা, আর ধেড়ে ধেড়ে দু দুটো ছেলে-মেয়ে আমার ঘাড়ে চাপতে

আসছে। ওরা আমার কে? জীবনে তো কখনও চোখেও দেখিনি!'

এমনিতরো নানা চিন্তা ভিড় জমাল তাঁর মনে। কেরানীকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে কড়া এক ধমক লাগালেন। ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে রওনা দিলেন স্ট্র্যাণ্ডের উদ্দেশে।

তিন

রালফ নিকলবি স্ট্র্যাণ্ডের বাড়িটা খুঁজে বার করে জোরে জোরে নক করতে লাগলেন দরজায়। অপেক্ষা করার সময় দরজায় ঝোলানো ছবিগুলোর দিকে চোখ পড়ল। ভেতরে এক শিল্পী থাকে– তারই বিজ্ঞাপন। শেষ পর্যন্ত নোংরা চেহারার এক কাজের মেয়ে খুলে দিল দরজা।

'মিসেস নিকলবি বাড়ি আছেন?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন রালফ।

'তাঁর নাম নিকলবি না,' বলল মেয়েটি। 'লা ক্রিভি।'

রালফ কথাটার অর্থ জানতে চাইবেন, এমন সময় এক মহিলা জিজ্ঞেস করল তিনি কি চান। 'মিসেস নিকলবি? বোকা মেয়ে কোত্থাকার! তিনতলায় চলে যান।'

তো, খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো রালফের। শেষতক পৌঁছলেন মিসেস নিকলবির ঘরে।

তাঁকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন মহিলা। বিধবার পোশাক তাঁর পরনে, এক সুন্দরী তরুণীর বাহুতে হেলান দিয়ে রয়েছেন। মেয়েটির চেয়ে বছর কয়েকের বড় এক যুবক রালফকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল।

'ও,' বললেন রালফ, 'তুমিই বোধহয় নিকোলাস জুনিয়র?'

'জ্বী, স্যার,' জবাব এল।

'আমি রালফ নিকলবি। আমার হ্যাটটা নামিয়ে রাখো তো,' বললেন তিনি। হ্যাট খোলা হলে মিসেস নিকলবির দিকে ফিরলেন। 'তা কি খবর? অত ভেঙে পড়েছেন কেন? দুঃখ-কষ্ট সহ্য তো করতেই হবে; আমি সবসময় করি।'

'কিন্তু মন যে মানে না! আমার এতবড় ক্ষতি হয়ে গেল!' ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস নিকলবি।

'কতবড় ক্ষতি?' প্রশ্ন ছুঁড়লেন রালফ, কোটের বোতাম খুলছেন। 'কত মহিলার স্বামী রোজই মরছে। চিঠি পড়ে কিন্তু বোঝা গেল না কোন্ রোগে মরেছে।'

'ডাক্তাররাও বলতে পারেনি। আসলে মন ভেঙে গেলে মানুষ বাঁচে কখনও?' অশ্রু গড়াচ্ছে বিধবার গাল বেয়ে।

'হুহ্!' বললেন রালফ। 'অমন রোগের কথা কস্মিনকালেও শুনিনি। মানুষের ঘাড় ভাঙলে মরে। হাত-পা-নাক ভাঙলে কষ্ট পায়; কিন্তু মন ভাঙা!– যত্তসব ফালতু! দেনাদার দেনা শোধ করতে না পারলে মন ভেঙে মরে, রেখে যায় একটা কাঁদুনে বিধবা।'

'কারও কারও মনই থাকে না তো ভাঙবে কি?' শান্ত স্বরে বলল নিকোলাস।

'এই ছোকরার বয়স কত?' জানতে চাইলেন রালফ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জরিপ করছেন নিকোলাসকে। দৃষ্টিতে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য।

'উনিশ হবে শীঘ্রি,' জবাবে বললেন বিধবা।

'ওরেব্বাপ, উনিশ?' রালফের কণ্ঠে বিস্ময়। 'তা কি করা-টরা হবে জানতে পারি, স্যার?'.

'যাই করি, মায়ের ঘাড়ে বসে খাব না,' গর্বের সঙ্গে বলল নিকোলাস।

'মায়ের থাকলে তো খাবে,' কাটখোট্টা গলায় বললেন রালফ।

'আপনি এসব কথা বলার কে?' রাগে লাল হয়ে গেছে নিকোলাসের মুখ।

'মুখ সামলে কথা বলবে, ছোকরা,' বললেন ক্রুদ্ধ রালফ। 'ভাল, খুব ভাল, ভদ্রতা ভালই শিখেছ– মেহমানের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় শেখায়নি বাপ-মা?'

মিসেস নিকলবি ইশারায় ছেলেকে চুপ থাকতে বললেন। চাচা-ভাতিজা পরস্পরকে মেপে নিল ক'সেকেণ্ড। বয়স্ক লোকটির চেহারায় কঠোরতা আর ক্রোধ ফুটে উঠেছে; যুবকের চেহারা সহজ, স্বাভাবিক। ওর অভিব্যক্তিতে এমন একটা কিছু ছিল, যা তাকে সেই মুহূর্ত থেকে রালফের শত্রুতে পরিণত করল।

'মিসেস নিকলবি,' মহিলার দিকে ফিরে বললেন রালফ, 'টাকা-পয়সা কিছুই বোধহয় নেই আপনাদের?'

'কিছুই না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন মহিলা। 'ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের জন্যে আপনি একটা কিছু করবেন জানি।'

রালফ তখন পায়চারি করছেন।

'নিঃস্ব লোক মরার সময় নিজের দায়িত্ব অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যায়। মেয়েটার কোন গুণ-টুন আছে?'

'কেট পড়াশোনা জানে,' বললেন মিসেস নিকলবি। 'এই, তোর চাচাকে বল না, ভাষা কেমন শিখে ফেলেছিস।'

'থাক, থাক,' বাধা দিলেন রালফ। 'ওসব শিখে হবেটা কি? স্কুলে চাকরি আর নাহয় দর্জিগিরি বাঁধা। হুঁহ্, ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করতেও পারেনি, আগেই পটল তুলল।'

মাথা হেঁট হয়ে গেল ওদের মায়ের।

'কাজ করবে?' ভ্রূ কুঁচকে ভাতিজাকে প্রশ্ন করলেন রালফ।

'অবশ্যই।'

রালফ পকেট থেকে একটা গোটানো খবরের কাগজ বার করে ভাঁজ খুললেন। পড়লেন একটা বিজ্ঞাপন:

'শিক্ষা- আপনার ছেলেকে মিস্টার ওয়্যাকফোর্ড স্কুয়্যারসের স্কুলে ভর্তি করুন। ইয়র্কশায়ারের গ্রেটা ব্রিজের কাছে স্কুল, ডথবয়েজ গ্রামে। ছেলেদের থাকা-খাওয়া, পোশাক, বই, পকেটমানি সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়া হয়। শেখানো হয় সব ভাষা, বিষয় এবং পড়ানো হয় সব ধরনের সাহিত্য। বেতন বছরে মাত্র বিশ পাউণ্ড। ছুটি-ছাটা নেই। পরিবেশিত খাবারের জুড়ি মেলা ভার। মিস্টার স্কুয়্যারস স্নো হিলে অবস্থিত সারাসিনের হেড হোটেলে একটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন। বি: দ্র: একজন সুযোগ্য সহকারী শিক্ষক প্রয়োজন। বার্ষিক বেতন পাঁচ পাউণ্ড। কলা বিভাগের শিক্ষক অধিক কাম্য।'

'নিকোলাসের কপাল খুলে গেল,' কাগজটা গুটাতে গুটাতে বললেন রালফ।

'কিন্তু ও তো স্মার্টসের মাস্টার নয়,' বললেন মিসেস নিকলবি।

'বেতনও কম, আর সেই কোন্ মুল্লুকে যেতে হবে,' মন্তব্য করল কেট।

'আমি বলছি,' বললেন রালফ, 'ওকে চাকরিটা নিতে দাও। পছন্দ না হলে নিজে অন্য কিছু খুঁজে নেবে।'

'নিকোলাস,' বললেন মা, 'তোর চাচা আমাদের ভালই চাইছেন। তোর কি মত?'

'আমি চলে গেলে, স্যার,' বলল নিকোলাস, 'আমার মা-বোনের কি হবে?'

'তাদের ভার আমি নেব,' বললেন রালফ। 'যোগ্যতা দেখাতে পারলে স্কুলের পার্টনারও হয়ে যেতে পারো, অল্প সময়েই!'

'আমি রাজি,' উঠে দাঁড়িয়ে খোশমেজাজে জানাল নিকোলাস। 'মিস্টার স্কুয়্যারসের সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চাই!'

মা-বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, চাচার সঙ্গে স্নো হিলের দিকে যাত্রা করল নিকোলাস।

চার

কফিরুমের জানালায় দাঁড়িয়ে ওয়্যাকফোর্ড স্কুয়্যারস বাইরে চেয়ে রয়েছেন। দু'পকেটে হাত। আকর্ষণীয় লোক নন তিনি। এক চোখ কানা। চেহারার কানা অংশে রাজ্যের ভাঁজ, হাসলে কুৎসিত দেখায়। তিপ্পান্ন বছরের কাছাকাছি তাঁর

বয়স, মাঝারি গড়ন। পরনের পোশাকটি মোটেও ফিট করেনি, কোথাও লম্বা, কোথাওবা আবার খাটো। তবে কালো পোশাকটি স্কুল শিক্ষকের পক্ষে মানানসই।

তাঁর পেছনে চেয়ারে একটা কাঠের ট্রাঙ্ক রাখা, দড়ি বাঁধা।

ওটার ওপর বসা এক কিশোর, শূন্যে দোলাচ্ছে দু'পা। কানের কাছে কাঁধ নিয়ে গেছে, হাতজোড়া চেপে ধরে রেখেছে হাঁটু। আড়চোখে প্রায়ই স্কুল শিক্ষকের দিকে চাইছে।

'সাড়ে তিনটে,' নিজেকে শোনালেন মিস্টার স্কুয়্যারস। জানালা থেকে সরে কফিরুমের দেয়াল ঘড়ির দিকে চাইলেন। 'আজ কেউ আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

তিরিক্ষে হয়ে গেল তাঁর মেজাজ। ছোট ছেলেটার দিকে তাকালেন। নিশপিশ করছে হাত। আপত্তিকর কিছু করতে দেখলেই গায়ে হাত তুলবেন। ছেলেটা কিছু করছে না বলে মাথায় একটা গাঁট্টা মারলেন, বারণ করলেন পা দোলাতে।

'গ্রীষ্মে,' নিজেকেই আবার বললেন মিস্টার স্কুয়্যারস, 'দশটা ছোঁড়াকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারমানে দুশো পাউণ্ড। কাল সকাল আটটায় ফিরে যাচ্ছি, অথচ এবার যাচ্ছে মাত্র তিনজন– ষাট পাউণ্ড মাত্র। ছোঁড়াগুলোর হলোটা কি? বাপ-মাগুলো আবার কোন্ ষড়যন্ত্র শুরু করল? কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।'

ট্রাঙ্কে বসা ছেলেটি হঠাৎ কেশে উঠল খুকখুক করে।

'কি হচ্ছে কি?' গর্জালেন স্কুল শিক্ষক।

'কিছু না, স্যার।'

'কিছু না?'

'কেশে ফেলেছিলাম, স্যার,' কাঁপছে কিশোর, কাঁপন উঠেছে ট্রাঙ্কটাতেও।

'কেশেছ? তবে "কিছু না" বললে কেন?'

ছেলেটা ভয়ে কেঁদে ফেললে এগিয়ে এলেন স্কুয়্যারস। ঠাস করে এক চড় মেরে ফেলে দিলেন ট্রাঙ্ক থেকে।

'ইয়র্কশায়ারে চলো আগে, মজা বুঝবে,' বললেন। 'শাস্তি পাওনা রইল তোমার, বুঝেছ?'

'জ্বী, স-স্যার,' বলল ছেলেটি। রুমাল ঘষছে গালে। ঠিক সে সময় এক ওয়েটার উঁকি দিল ঘরে, জানাল, এক ভদ্রলোক মিস্টার স্কুয়্যারসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'এখানে পাঠিয়ে দাও,' বললেন স্কুয়্যারস, 'অই ছোঁড়া, রুমাল ঢুকা পকেটে,' হিসহিস করে উঠল তাঁর কণ্ঠ, 'নইলে লোকটা বিদেয় হলেই তুলোধোনা করব তোকে।'

তারপর মুহূর্তে পাল্টে ফেললেন ব্যবহার। ভান করছেন, দেখতে পাননি

আগন্তুককে। বলতে লাগলেন, 'বাবু সোনা, জীবনে সবাইকেই কম বেশি কষ্ট করতে হয়। বন্ধুদের ছেড়ে যেতে একটু খারাপ তো লাগবেই, কিন্তু দেখবে আমি তোমাকে বাবার মতই আদর করব; আর মিসেস স্কুয়্যারস তোমাকে দেবেন মায়ের মমতা। ইয়র্কশায়ারের ডথবয়েজ স্কুলে মজার মজার খাবার, সুন্দর সুন্দর কাপড়, বই; পকেটমানি কী না পাবে—'

রালফ নিকলবি নিকোলাসকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'মিস্টার স্কুয়্যারস, আপনার সঙ্গে জরুরী আলাপ ছিল।'

'আরে, আপনি?' অবাক হয়ে গেছেন যেন স্কুয়্যারস। 'বসুন, বসুন।'

'চিনেছেন আমাকে?' চেয়ারে বসে স্কুল শিক্ষকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইলেন রালফ।

'চিনব না আবার?' পাল্টা বললেন স্কুয়্যারস। 'আপনি ডর্কার নামে এক ছেলের পড়ার খরচ জোগাতেন— বেচারা—'

'মারা গেছে ডথবয়েজ হলে,' বাক্যটা সম্পূর্ণ করে দিলেন রালফ।

'মনে পড়ছে,' মিনমিন করে বললেন স্কুয়্যারস। 'আহা, আমার মিসেস নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন ওকে। অসুস্থতার সময় কী সেবাটাই না করেছেন! ছেলেটা খেতে পারত না, তবু প্রত্যেক রাতে রুটি আর গরম চা নিয়ে যেতেন। মারা যাওয়ার রাতে ওর ঘরে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন— সেরা ডিকশনারীটা পাঠিয়েছিলেন মাথা রাখার জন্যে— আর কী করতে পারে একটা মানুষ?'

রালফ হাসলেন। তেতো হাসি। জানতে চাইলেন, স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে নিকোলাসকে বিবেচনা করা হবে কিনা।

'এই যে এ,' বললেন রালফ, 'স্কুল ছেড়ে সবে বেরিয়েছে। মাথা ভর্তি বিদ্যা, কিন্তু পকেট খালি! আপনি যেমনটা চান আরকি!'

'একে দিয়ে চলবে না,' সাফ বলে দিলেন স্কুয়্যারস। সরল গ্রাম্য যুবকটিকে পছন্দ হয়নি তাঁর।

'আমার বয়স কম বলে চিন্তা করছেন? নাকি ডিগ্রী নেই বলে?' জানতে চাইল নিকোলাস।

'কলেজ ডিগ্রী ছাড়া চলবে না,' জবাব দিলেন স্কুয়্যারস।

'কিন্তু একটু ভেবে দেখুন,' বললেন রালফ, 'উনিশ বছরের একটা বাপ মরা ছেলে। দুনিয়াদারীর কিছুই বোঝে না, কিন্তু কিছু একটা করতে চাইছে। আমি অনুরোধ করছি, ওকে নিয়ে নিন।' তারপর অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, 'দেখে বুঝতে পারছেন না, ওকে কতভাবে কাজে লাগানো যাবে?'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন স্কুয়্যারস। রালফের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর তিনি পাকা করে দিলেন নিকোলাসের চাকরি।

'তোমার চাচার কথায়.নিলাম,' বললেন স্কুলশিক্ষক।

নিকোলাস চাচাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল। স্কুয়্যারসের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করছে।

'মানুষটা দেখতে একটু অদ্ভুত,' ভাবল সে। 'কিন্তু তাতে কি? পড়ুয়া লোকেরা অমন হয়ই!'

'কাল সকাল আটটায় কোচ ছাড়বে, নিকলবি,' বললেন স্কুয়্যারস। 'সকাল সকাল এসে পড়বে। তিনটে ছেলেও যাবে আমাদের সঙ্গে।'

'নিশ্চয়, স্যার,' বলল নিকোলাস।

'তোমার কোচের ভাড়া দিয়ে দেব আমি,' জানালেন রালফ, 'কাজেই তোমার কোন চিন্তা নেই। সকালে তোমাকে বিদায় জানাতে আসব।' চাচার মহত্ত্বে গদগদ হয়ে গেল নিকোলাস।

'আপনার দয়া জীবনেও ভুলতে পারব না,' বলল ও।

'ভোলার চেষ্টাও কোরো না,' বললেন চাচা। 'এখন বাড়ি ফিরে সব গোছগাছ করে নাও।'

মা-বোনকে সুসংবাদটা জানানোর জন্যে দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়াল নিকোলাস। আশা আর উত্তেজনার নাচন ওর বুকে।

পাঁচ

পরদিন সাতটার সামান্য পরে সারাসিনের হোটেলে পৌঁছল নিকোলাস। ট্রাঙ্কটা কোচ-অফিসে রাখা হলে মিস্টার স্কুয়্যারসের খোঁজে চলল ও।

ভদ্রলোক খেতে বসেছেন। নতুন ছাত্র তিনটেও আছে, তাদের সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আরও দু'জন জুটেছে। উল্টোদিকে বসে আছে এই পাঁচ ছাত্র। শিক্ষক মহোদয়ের সামনে কফি, প্লেট ভর্তি টোস্ট এবং ঠাণ্ডা মাংস রাখা; কিন্তু সে মুহূর্তে তিনি ছেলেগুলোর নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত।

'এই দুধটুকুর দাম দুই পেনি?' ওয়েটারের কাছে জানতে চাইলেন তিনি। চোখ তাঁর নীলরঙা বড় একটা মগের ভেতরে। 'লণ্ডনে দুধের এত দাম,' ব্যথিত কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক। 'মগে গরম পানি ভরে আনোগে যাও।'

'বলেন কি?' ওয়েটারের কণ্ঠে বিস্ময়। 'পানসে হয়ে যাবে তো!'

'হোকগে,' বললেন স্কুয়্যারস। 'খরচ তো বাঁচবে। তিনটে মোটা রুটি আর মাখনের অর্ডার দিয়েছিলাম।'

'আসছে, স্যার।'

মিস্টার স্কুয়্যারস মাংসে মস্ত কামড় বসিয়ে চিবানোর সময় দেখতে পেলেন নিকোলাসকে।

'বসো, বসো,' বললেন। 'আমরা নাস্তাটা সেরে নিচ্ছি।'

ভদ্রলোক 'আমরা' কোথায় পেলেন বুঝতে পারল না নিকোলাস। একাই তো গোগ্রাসে গিলছেন, তবে কথা বাড়াল না। হাসি হাসি মুখ করে বসে পড়ল।

'ওহ্! দুধ আর পানি এসে গেছে?' বললেন স্কুয়্যারস। 'ভেরি গুড। রুটি-মাখন কই?'

দ্বিতীয়বার রুটি-মাখনের কথা শুনে নড়েচড়ে বসল ছেলেগুলো, চকচক করছে পাঁচ জোড়া চোখ। মিস্টার স্কুয়্যারস তখন স্বাদ নিচ্ছেন তরলের।

'আহ্,' বললেন, 'অমৃত! ফকিরদের কথা ভাবো, ছেলেরা, এ জিনিস পেলে তারা বর্তে যাবে না? খিদের জ্বালা বড় জ্বালা, কি বলো হে, নিকোলাস?'

'সত্যিই, স্যার।'

'শোনো তোমরা,' ছেলেগুলোর উদ্দেশে বললেন শিক্ষক। 'আমি এক বললে বাঁ দিকের ছেলেটা দুধে চুমুক দেবে; দুই বললে তার পাশের জন; এভাবে পাঁচজনই খেতে পাবে। বুঝেছ?'

'ইয়েস, স্যার,' পরম আগ্রহে বলল পাঁচটি ছেলে।

'গুড,' বললেন স্কুয়্যারস; মন দিয়ে খেয়ে চলেছেন নাস্তা। 'তৈরি হয়ে থাকো তোমরা। আমি বললে শুরু করবে। এর মধ্য দিয়ে ধৈর্য পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে। বুঝলে, নিকোলাস, ছেলেদের মনের জোর বাড়াতে এর বাড়া পরীক্ষা নেই,' গপাগপ মাংস আর রুটি সাঁটতে সাঁটতে নতুন শিক্ষকের দিকে ফিরে বললেন।

ক্ষুধার্ত ছেলেগুলোর চোখ মগ আর প্লেটের ওপর স্থির। (এসে গেছে রুটি-মাখন)। একেক গ্রাসে খাবার উঠে যাচ্ছে স্কুয়্যারসের মুখে।

'চমৎকার নাস্তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' খাওয়া শেষে ঢেকুর তুলে বললেন ভদ্রলোক। 'নাম্বার ওয়ান, দুধ খেতে পারো।'

কিন্তু ছেলেটি চুমুক দিয়েছে কি দেয়নি, দ্বিতীয়জনকে আহ্বান জানালেন স্কুয়্যারস। এভাবেই নামকাওয়াস্তে দুধ পান করল পাঁচ বালক।

স্কুলশিক্ষক এরপর তিনটে রুটি পাঁচ টুকরো করলেন, মাখনেরও ভাগাভাগি হলো।

'জলদি খেয়ে নাও,' বললেন, 'কোচ দু'এক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

অনুমতি পাওয়ামাত্র হামলে পড়ল অভুক্ত ছেলেগুলো, ঠোঁটের কোণে হাসি ধরে রেখে তা লক্ষ করছেন তাদের শিক্ষক।

শীঘ্রিই খবর এল, কোচ তৈরি। সবাই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ট্রাঙ্ক আর বাক্সগুলো তোলা হয়েছে কোচে, ছেলেদের চাপতে হবে তাতে। অন্যান্য যাত্রী আর তাদের ভৃত্যদের কলরবে মুখর হয়ে আছে পরিবেশ।

ঘোড়াগুলো খুর দাপাচ্ছে, যাত্রা শুরুর জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

নিকোলাস তার দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত, চোখে চোখে রাখছে ছেলেগুলোকে, এসময় তার চাচার গলা শুনতে পেল।

'এই যে, তোমার মা-বোনকে নিয়ে এসেছি।'

'ভয় পাচ্ছিলাম রওনা হয়ে গেছিস,' বললেন মিসেস নিকলবি, চুমু খেলেন সন্তানকে।

'শোনো, নিকোলাস,' স্কুয়্যারস এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি পেছনে বসো। ছেলেগুলোর ওপর নজর রাখা দরকার। পড়ে-টড়ে গেলে পুরো বিশ পাউণ্ড গচ্চা!'

'নিকোলাস,' ফিসফিস করে জানতে চাইল কেট, 'এই অভদ্র লোকটা কে? কেমন স্কুলে যাচ্ছ তুমি?'

'ইনিই আমাকে চাকরি দিয়েছেন, কেট। আর ইয়র্কশায়ারের লোকেরা একটু বোধহয় বেয়াড়াই হয়। আমাকে এখন যেতে হচ্ছে রে। তোরা ভাল থাকিস। মা, চললাম! গুড বাই, চাচা! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

সীটে বসে হাত নাড়ল নিকোলাস, ভার হয়ে গেছে মন। যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু উপায় নেই।

ঠিক সেসময় কে যেন তার পা ধরে আলতো টান মারল। নিচে চেয়ে দেখে একটা লোক, নোংরা একটা চিঠি গুঁজে দিচ্ছে ওর হাতে।

'কি ওটা?' প্রশ্ন করল নিকোলাস।

'শ!' বলল নিউম্যান নগস, সে-ই এসেছে।

চকিতে মিস্টার রালফকে দেখে নিয়ে জরুরী কণ্ঠে বলল, 'নিয়ে যাও। পরে পড়ে নিয়ো। কেউ যাতে না জানে।'

'দাঁড়ান!' চাপা কণ্ঠে বলল নিকোলাস– কিন্তু চলে গেছে তখন লোকটা।

সশব্দে বন্ধ হলো কোচের দরজাগুলো। কোচোয়ান ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে 'অল রাইট' বলামাত্র বেদনার্ত দুটো মুখ এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল নিকোলাস, তারপর ক্রমেই অস্পষ্ট হতে লাগল মুখ দুটো।

ছয়

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, থেকে থেকে তুষার ঝরছে। বাতাসে ছুরির ধার। দু'দিন এক রাত ধরে চলল কোচ। গরম কোটের ভেতর গুটিসুটি মেরে, গল্প করে, ঘুমিয়ে, কেঁপে, সকলে পার করে দিল সময়।

পথের ধারে বিভিন্ন সরাইখানায় বার কয়েক থেমেছে কোচ। ঘোড়া বদলে

নেয়ার ফাঁকে যাত্রীরা নেমে হাত-পা টান টান করার সুযোগ পেয়েছে। সরাইখানাতেই ডান হাতের কাজ সেরেছে ওরা, শহরের লোকজনের সঙ্গে আড্ডা মেরেছে।

যাত্রাপথে ছোটখাট অ্যাডভেঞ্চারও হয়ে গেছে। ঘন তুষারে দেবে ভেঙে গেল কোচ। কাছের সরাইখানা থেকে আরেকটা আনিয়ে জোড়া হয়েছে। সন্ত্রস্ত ঘোড়াদের আয়ত্তে রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে নিকোলাস।

পরদিন সন্ধ্যে ছ'টায় গ্রেটা ব্রিজে পৌঁছল কোচ।

মিস্টার স্কুয়্যারস, নিকোলাস ও ছাত্রদের লটবহর তোলা হলো সরাইখানায়।

এখানে নিকোলাস ও মিস্টার স্কুয়্যারস একটি কার্টে চাপলেন, ছাত্ররা ও মালপত্র উঠল আরেকটিতে। তীব্র শীতের মধ্যে আরও মাইল তিনেক চলার পর অবশেষে পৌঁছানো গেল স্কুলে।

একতলা স্কুল বাড়িটি লম্বা, আঁধার মত। পেছনে কয়েকটা ফার্ম বিল্ডিং।

'কই হে, স্মাইক?' হেঁড়ে গলায় চেঁচালেন স্কুয়্যারস। 'কোথায় গেলে?'

মিনিট দুয়েকের অপেক্ষার পর কাউকে উঠনের গেট খুলতে শোনা গেল। প্রদীপ হাতে লম্বা, পাতলা একটি ছেলে বেরিয়ে এসেছে। স্কুয়্যারস কার্ট থেকে নেমে ওকে ঘোড়াগুলো সামলানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর নিকোলাসকে সামনের দরজায় দাঁড়াতে বলে কোণ ঘুরে ঢুকে পড়লেন নিজে।

তুষারে দাঁড়ানো নিকোলাসের মনে নানা ভয়ঙ্কর ভাবনা ভিড় জমাল। বাড়ি আর প্রিয়জনদের ছেড়ে এতদূর চলে এসেছে ও। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িটির কালো জানালাগুলো আরও কাবু করে দিচ্ছে ওকে।

'এসো, নিকোলাস,' দরজা থেকে ডাকলেন স্কুয়্যারস। 'বাতাসের ঝাপটায় দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল!' দ্রুত পা চালাল নিকোলাস। ওকে ছোট, প্রায় আসবাবহীন একটি ঘরে নিয়ে এলেন স্কুয়্যারস। গোটা কয়েক চেয়ার-টেবিল এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে, দেয়াল থেকে ঝুলছে হলদে একটি ম্যাপ। টেবিলে ছড়ানো দেখা গেল স্কুলের কিছু বই, আরেকটিতে খাবার।

মুহূর্তখানেক পরই প্রায় ধেয়ে এসে ঢুকলেন এক মহিলা, মিস্টার স্কুয়্যারসের গলা পেঁচিয়ে ধরে চকাস চকাস করে চুমু খেলেন। ভদ্রমহিলা মিস্টার স্কুয়্যারসের চেয়ে লম্বা, মোটাও। রাত্রিবাসের ওপরে কোট পরেছেন, কার্ল পেপারে বাঁধা চুল। মাথায় নোংরা একটা নাইট ক্যাপও আছে।

'আমার স্কুয়্যারী কেমন আছে?' কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে বললেন মহিলা।

'ভাল, মাই লাভ,' জবাব দিলেন স্কুয়্যারস। 'গরুগুলোর কি খবর?'

'সব ঠিক আছে,' জবাব দিলেন মহিলা, 'শুয়োরগুলোও।'

'বাঁচা গেল,' কোট খুলে বললেন স্কুয়্যারস। 'ছেলেরাও ভাল আছে নিশ্চয়?'

'ও হ্যাঁ,' ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে জানালেন মহিলা। 'পিচার ছোঁড়াটার জ্বর হয়েছিল। কিছু না কিছু সব সময় বাধিয়েই রাখে। আমার মনে হয় ইচ্ছে করেই। আচ্ছাসে একদিন বেতিয়ে দিয়ো তো।'

'দেখবখন,' বললেন স্কুয়্যারস।

ওঁদের কথার সময় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল নিকোলাস, বুঝে পাচ্ছিল না কি করবে। স্কুয়্যারস এবার পরিচয় করিয়ে দিলেন ওকে।

'এ আমাদের নতুন টীচার, মাই ডিয়ার,' বললেন।

'ও,' জবাবে বললেন মিসেস, নিকোলাসের উদ্দেশে নড করলেন। জরিপ করছেন আপাদমস্তক।

'ও আমাদের সঙ্গে রাতে খাবে। কাল সকালে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব,' বললেন স্কুয়্যারস। 'বিছানার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না?'

'পারতে হবে,' বললেন মিসেস স্কুয়্যারস। 'বিছানা নিয়ে মাথা ঘামাও না তো আবার?'

'না, না,' জবাবে বলল নিকোলাস।

'বাঁচলে,' বললেন মহিলা। স্বামী-স্ত্রী অট্টহাসি করলেন। মনে হলো, আশা করছেন নিকোলাসও যোগ দেবে।

দু'জনে আরও খানিক কথা হলো। একটু পরে এক কাজের মেয়ে খাবার নিয়ে এল। স্মাইকও এসেছে, খাবার সাজাতে।

ছাত্রদের নামে আসা চিঠিগুলো কোটের পকেট থেকে বার করলেন স্কুয়্যারস। সেদিকে উদ্বিগ্ন চাহনি হানল স্মাইক, আশঙ্কা করছে কোনটা তারও হতে পারে। ছেলেটির বেদনার দৃষ্টি নজর কাড়ল নিকোলাসের।

ভাল করে স্মাইককে লক্ষ করল ও। অদ্ভুত ধরনের পোশাক ওর পরনে। আঠারো বছরের ছেলেটির গায়ে কিশোরদের সুট। জুতোজোড়া বহুব্যবহারে জীর্ণ, ভিখিরিরও অনুপযুক্ত। এক পায়ে আঘাতও আছে। ঈশ্বর জানেন কবে থেকে এই স্কুলে আছে সে। অনেক বছর আগে পরে-আসা পোশাকটি এখনও নামাতে পারেনি গা থেকে।

টেবিল সাজানোর অজুহাতে আবারও চিঠিগুলো দেখার চেষ্টা করল স্মাইক। দুঃখী ছেলেটির দিক থেকে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল নিকোলাস। ওর মন কেমন করছে।

'এখানে কি করছ, স্মাইক?' গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করলেন স্কুয়্যারস। 'কাজে বাধা দিচ্ছ কেন?'

'স্যার,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল স্মাইক, 'কোন চিঠি-টিঠি— আমার ব্যাপারে কিছু— শুনেছেন?'

'কিছুই না,' বললেন স্কুয়্যারস, 'শুনবও না। ছ'বছরের পর থেকে কেউ

তোমার খোঁজ খবর নেয়নি, টাকা পাঠায়নি– আজব না? তোমার মত একটা ধেড়ে ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হচ্ছে, একটা পয়সাও আসছে না পকেটে।'

ছেলেটি মাথায় হাত দিয়ে কিছু যেন ভাবতে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে আহত পা-টা টেনে বেরিয়ে গেল।

এ ঘটনার পরে খাওয়ায় মন বসল না নিকোলাসের। শুনতে পেল মিসেস স্কুয়্যারস নবাগত পাঁচ ছাত্রের পোশাক 'নিরাপদে তুলে রাখতে' নিয়ে নিলেন, আর পরিজ খেতে দিলেন ওদের। পরে ছেলেগুলো ছোট্ট একটা বিছানায় গাদাগাদি করে শুয়ে শীত তাড়াল, স্বপ্ন দেখল সুস্বাদু খাবারের।

শেষ পর্যন্ত, মিস্টার স্কুয়্যারস ঘোষণা করলেন শুতে যাওয়ার সময় হয়েছে। মিসেস স্কুয়্যারস চাকরকে দিয়ে নিকোলাসের বিছানাপত্র আনালেন। 'কাল তোমার নিজের শোবার ঘর পাবে,' বললেন স্কুয়্যারস। 'ক্রুকের সঙ্গে কে শুচ্ছে?'

'ক্রুকের বিছানায়,' জানালেন মিসেস স্কুয়্যারস, 'জেনিংস, বোল্ডার, গ্রেমার্শ আর অন্যরা থাকে।'

'ও,' বললেন স্কুয়্যারস, 'জায়গা নেই দেখছি।'

'কতজন শোয় এক বিছানায়?' ভাবল নিকোলাস।

'কাল দেখা হবে,' বললেন স্কুয়্যারস। 'গুড নাইট, নিকোলাস। সকাল সাতটায় তৈরি থেকো।'

'থাকব, স্যার,' জবাব দিল নিকোলাস। 'গুড নাইট।'

'নিজে এসে তোমাকে পাম্প দেখিয়ে দেব,' বললেন স্কুয়্যারস, 'রান্নাঘরের জানালায় সাবানও পাবে। তবে কার সঙ্গে তোয়ালে শেয়ার করবে জানি না, মিসেস স্কুয়্যারস সেটা দেখবেন।' চোখ খুলল নিকোলাসের, মুখ নয়। নিজের জন্যে আলাদা একটা তোয়ালেও কি জুটবে না ওর ভাগ্যে? একাকী ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করল ও। মন একটু শান্ত হলে চেয়ারে বসল। সব মেনে নেবে ও। তবু মা-বোনকে কথা শোনানোর সুযোগ দেবে না চাচাকে।

শুতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, একটা চিঠি খসে পড়ল কোটের পকেট থেকে। কোচের সেই আজব লোকটার কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। নোংরা কাগজে, জঘন্য হাতের লেখায় একটি চিঠি।

চিঠিটি এরকম:

'প্রিয় নিকোলাস,

আমি দুনিয়াকে চিনি। তোমার বাবা চিনতেন না। তুমিও চেনো না, চিনলে চাকরিটা নিতে না। আমার জন্যে অনেক করেছেন তোমার বাবা, বিনিময়ে কিছু পাননি।

লণ্ডনে আশ্রয়ের প্রয়োজন হলে গোল্ডেন স্কয়্যারের ক্রাউন ইনে যখন খুশি চলে আসবে। ওরা জানে আমার ঠিকানা। রাতে আসতে পারো।

ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ো। বানান ভুলের কথা নাই বা বললাম।

নিউম্যান নগস।'

চিঠিটা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে রেখে দিল নিকোলাস। নিজের অজান্তেই চোখের কোণ দুটো ভিজে গেছে ওর।

সাত

বাজে আবহাওয়ায় দুশো মাইলের ক্লান্তিকর ভ্রমণ শেষে, শক্ত বিছানাও তুলোর মত নরম ঠেকে। মিস্টার স্কুয়্যারস যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠালেন নিকোলাসকে, তখন সে মধুর সব স্বপ্ন দেখছিল।

'সকাল হয়ে গেছে?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল নিকোলাস।

'হ্যাঁ,' বললেন স্কুয়্যারস। 'পাম্পটাও জমে বরফ হয়ে গেছে। পানি পাবে না।'

'পানি পাব না!' আঁতকে উঠল নিকোলাস।

'না,' রূঢ় কণ্ঠে বললেন স্কুয়্যারস। 'হাত-মুখ মুছে কাজ চালাও। বরফ ভাঙলে কিছু পানি বেরোবে। তবে তাও ছেলেদের ব্যবহারের জন্যে। জলদি ওঠো।' ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কাপড় পরে নিল নিকোলাস।

পরে, মিসেস স্কুয়্যারস ওঘরে এসে গজগজ করতে লাগলেন দেয়ালের কাবার্ড খুলে। 'চামচটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। ছেলেদের ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ,' বললেন স্কুয়্যারস। 'বুঝলে, নিকোলাস, ছেলেদের রক্ত পরিষ্কার রাখতে এক ধরনের সিরাপ খাওয়াই আমরা।'

'অমনি বলে মনে কোরো না যে, ছোঁড়াগুলোর স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পয়সা খরচ করি,' বললেন মিসেস স্কুয়্যারস।

'এসব তুমি কি বলছ?' ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন স্কুলশিক্ষক।

'ঠিকই বলছি!' গর্জে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'এই ছেলের যদি টীচারি করতে হয়, তবে সবই জানা থাকা দরকার। ওষুধ না খাওয়ালে অসুখ বাধিয়ে ঝামেলা পাকাবে বিচ্ছুগুলো। তাছাড়া, এই সিরাপে খিদে মরে যায়, ফলে সকালের নাস্তা আর ডিনারে রুচি হয় না ওদের। ওদেরও স্বাস্থ্য ভাল থাকল, আমাদেরও পয়সা বাঁচল।'

ব্যাখ্যা শেষে ভদ্রমহিলা কাবার্ডে মাথা গলালেন, তাঁর স্বামীও চামচটা খুঁজতে সাহায্য করছেন। পেলেন না ওঁরা। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল স্মাইকের। সে-ও

পাচ্ছে না বলে বেশ কিছু কান মলা খেলো। শেষতক মিসেস স্কুয়্যারসের পকেটে ও-ই চামচটা আবিষ্কার করল— সেজন্যে আক্কেল সেলামী হিসেবে তার কানে আরেকটা মোচড় পড়ল। 'আমার বউয়ের মত মানুষ হয় না,' স্ত্রী স্মাইককে ঠেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোলে বললেন স্কুয়্যারস। 'ছেলেদের জন্যে কী না করে! ও যা করে কোন মা তা করবে না।'

'তাই তো দেখছি, স্যার,' ফোড়ন কাটল নিকোলাস। বুঝলেন না ভদ্রলোক।

সত্যি কথাটা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছাত্রদেরকে জাত শত্রু মনে করেন। তাঁদের ধারণা, ছেলেদের কাছ থেকে যথাসম্ভব শুষে নেয়াটা তাঁদের দায়িত্ব। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি অমিলও রয়েছে। মিস্টার স্কুয়্যারস খোলাখুলি শত্রুতা করেন, আর তাঁর স্ত্রী রেখে ঢেকে। অন্তত নতুন শিক্ষক নিকোলাসের তাই মনে হলো। 'এসো,' বললেন স্কুয়্যারস। 'স্কুলরুমে যাই।'

নিকোলাস তার চাকরিদাতার সঙ্গে উঠান পেরিয়ে বাড়ির পেছন দিকে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মিস্টার স্কুয়্যারস হাতে করে বেত এনেছেন।

'এটাই!' একসঙ্গে ভেতরে ঢোকার সময় বললেন স্কুল শিক্ষক, 'আমাদের পাঠশালা!'

শ্রেণীকক্ষের ভেতর কেবল মাথা আর মাথা। স্কুলরুমের ধুলো-ময়লা আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে থ হয়ে গেল নিকোলাস। পাঠশালা না গোশালা? নোংরা ঘরটায় দুটোমাত্র জানালা, কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় কাগজ সাঁটানো হয়েছে। দেয়ালে কোনদিন চুনকাম করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। ক'টা লম্বা মত ভাঙাচোরা ডেস্ক, লম্বা কাঠের বেঞ্চি, শিক্ষকের ডেস্ক দেখা যাচ্ছে। সবগুলোর বেহাল দশা! কিন্তু তারচেয়েও করুণ অবস্থা ছাত্রদের। ওদের দিকে চেয়ে অসহায় বোধ করল নিকোলাস— এখানে পড়াশোনা করাবে কি করে সে?

শুকনো ছেলেগুলোর মলিন মুখ, ম্লান চোখ নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আর অবহেলার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ছেলেবেলার উজ্জ্বলতার বদলে কচিমুখগুলোয় ফুটে উঠেছে অব্যক্ত বেদনা। কিছু ছেলের চোখের দৃষ্টি জেলখানার দাগী আসামীদেরও বুক কাঁপিয়ে দেবে, মায়ের ভালবাসা কাকে বলে জানে না এরা। নিকোলাসের অন্তর দুঃখে ভরে গেল, এমন স্কুলের অস্তিত্ব থাকতে পারে কখনও ভাবেনি সে।

ওদিকে, মিসেস স্কুয়্যারস এক সার ডেস্কের পেছনে তাঁর সিরাপ নিয়ে তৈরি। বড় এক গামলা ভর্তি করে এনেছেন। শক্ত হাতে চামচ ধরে আছেন, ছেলেরা একে একে এলে তাদের মুখে ঠুসে দিচ্ছেন ওষুধের চামচ। কারও ভাগে যাতে কম না পড়ে সেদিকে কড়া নজর তাঁর।

এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গত রাতে আসা ছেলেগুলো, পরনের পুরানো পোশাক ওদের বলে মনে হলো না। ওদের সব ক'টা চোখ ছোট্ট একটি ছেলের ওপর স্থির, স্মাইককে একাধারে লাথি মেরে চলেছে সে। ছেলেটি

দেখতে মিস্টার স্কুয়্যারসের মত। তাকে নতুন জুতো পরাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্মাইককে। জুতোজোড়া গতকাল আসা ছেলেদের একজনের। চিনতে পেরেও চুপ করে রয়েছে সে বেচারা। ছেলেদের দঙ্গলের দিকে আবারও চাইল নিকোলাস, এত জীর্ণ কাপড় কাউকে কখনও পরতে দেখেনি ও।

'ওষুধ ফুরিয়েছে?' ডেস্কে বেতের বাড়ি মেরে জানতে চাইলেন মিস্টার স্কুয়্যারস।

'এই তো হয়ে গেছে,' বললেন তাঁর স্ত্রী, শেষ ছেলেটিকে ওষুধ গিলিয়ে দিলেন। 'এই স্মাইক, গামলাটা নিয়ে যা। জলদি!'

কাছে দাঁড়ানো ছেলেটার কোঁকড়া চুলে হাত মুছে রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন মিসেস স্কুয়্যারস। ইতোমধ্যে একটা খালি টেবিলে কাঠের ছোট ছোট পাত্র সাজানো হয়েছে। সেগুলোতে বাদামী রঙের কি একটা পদার্থ ঢালা হলো– মুখে পরিজ বললেও দেখে কাঠের গুঁড়ো বই আর কিছু মনে করার জো নেই। ছেলেরা কিন্তু এতে অভ্যস্ত, পাত পেড়ে বসে পড়ল। ছোট এক টুকরো পাঁউরুটি রাখা হয়েছে প্রতিটি পাত্রে, চামচ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। পরিজ খাওয়া হলে ওটা খেয়ে নাস্তা সারল ছেলেরা।

এবার গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন স্কুলশিক্ষক, 'এই সুস্বাদু নাস্তার জন্যে, ঈশ্বর আমাদের সত্যিকারের কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দিন।' কথাগুলো বলে নাস্তা খেতে গেলেন তিনি।

নিজের ভাগের পরিজ খেতে গিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল নিকোলাসের। ওর পাঁউরুটির টুকরোটার সঙ্গে পদমর্যাদার নিদর্শন হিসেবে খানিকটা মাখন দেয়া হয়েছে। নাস্তা শেষে ক্লাস শুরুর অপেক্ষা করতে লাগল ও।

আট

নিকোলাস লক্ষ করল ছেলেগুলো কী ভয়ানক নীরব আর বিষণ্ণ। স্কুলের স্বাভাবিক হৈ-চৈ, খেলাধুলো একেবারেই অনুপস্থিত। ছাত্ররা যেন নড়তে চড়তেও উৎসাহ পায় না।

একমাত্র প্রাণবন্ত ছাত্র হচ্ছে ওয়্যাকফোর্ড– মিস্টার স্কুয়্যারসের ছেলে। অন্যের জুতো পরে সবার পা মাড়াতে ব্যস্ত সে। 'বাপ কা বেটা,' ভাবল নিকোলাস। মিস ফ্যানী স্কুয়্যারসকেও দেখেছে ও। বছর তেইশেক বয়স, স্বভাব মায়ের মতই।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলেন মিস্টার স্কুয়্যারস। ছেলেরা যার যার আসনে বসে পড়ল। প্রতি আটজনের জন্যে একটি মাত্র বই। মুহূর্ত দুয়েক নিশ্চুপ রইলেন

মিস্টার স্কুয়্যারস, ভঙ্গিটা এমন যেন সব বই তাঁর মুখস্থ।

'প্রথম ক্লাসটা হবে ইংরেজি বানানের,' নীরবতা ভেঙে বললেন ভদ্রলোক নিকোলাস তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। 'ফার্স্ট বয় কই?'

'স্যার, ও তো জানালা মুছতে গেছে,' ক্লাস ক্যাপ্টেন জানাল।

'ও, আচ্ছা,' বললেন স্কুয়্যারস। 'আমরা হাতে কলমে সব শেখাই, বুঝলে হে, নিকোলাস– C-L-E-A-N, ক্লিন, মানে পরিষ্কার করা, দারুণ না? সেকেণ্ড বয়?'

'স্যার, ও আগাছা সাফ করছে,' ছোট একটি ছেলে জানাল।

'বেশ, বেশ,' খুশি মনে বললেন স্কুয়্যারস। 'তো ও B-O-T, বট T-I-N, টিন– N-E-Y, নি- বটিনি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে, বাহ! আমরা এভাবেই পড়াই, বুঝলে? কেমন মনে হচ্ছে?'

'অসাধারণ,' জবাব দিল নিকোলাস, মনে মনে বলল, 'লোকটা বটানি বানান, উচ্চারণ কিছুই জানে না। শেখাবে কি?'

'হুঁ,' বললেন স্কুয়্যারস। 'এবার থার্ড বয় বলো দেখি, হর্স কি?'

'এক ধরনের প্রাণী, স্যার।'

'ঠিক,' বললেন স্কুয়্যারস। 'চতুষ্পদী প্রাণী সবাই জানে। তবে আর গ্রামার শেখার দরকারটা কি শুনি?'

'সত্যিই তো!' বলে ফেলল নিকোলাস।

ছাত্রটির দিকে ফিরলেন স্কুয়্যারস। 'সব যখন জানো, তখন আমার ঘোড়াটাকে আচ্ছামত দলাই মলাই করোগে যাও। ফাঁকি দিলে এমন মালিশ করব যে– অন্যরা যাও, পানি পাম্প করো। কাল গোসলের দিন।' ক্লাস শেষ করে দিলেন ভদ্রলোক।

'এটাই আমাদের সিস্টেম, নিকোলাস,' বললেন তিনি। 'খুবই প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা, কি বলো? শোনো, চোদ্দটা ছেলেকে বেছে নিয়ে ওদিকটায় গিয়ে ওদের রীডিং শোনো। কাজে লেগে পড়তে হবে, এখানে ফাঁকি ঝুঁকির চান্স নেই।'

তো, পরবর্তী পিরিয়ডে নতুন শিক্ষকের সঙ্গে চোদ্দ জনের ক্লাস হলো। একঘেয়ে ভাবের ভুলে ভরা রীডিং শুনে গেল নিকোলাস।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটল সকাল। দুপুর একটায় খাবার দেয়া হলো– যা মোটেই খাওয়ার মতো নয়।

নয়

বিকেলে স্কুল চলাকালীন সময়ে ছাত্রদের জড়ো করলেন মিস্টার স্কুয়্যারস। প্রতিবার লণ্ডন থেকে ফিরে ছেলেদের মা-বাপ, আত্মীয় স্বজনদের সম্পর্কে রিপোর্ট করা তাঁর রীতি। চিঠিপত্র, খবরাখবর, বকেয়া বেতন পেয়েছেন কি পাননি- এই হচ্ছে তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। লণ্ডন থেকে ফেরার পরদিন বিকেলে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন তিনি।

এ মুহূর্তে স্কুলরুমে সমবেত হয়েছে সকলে। একগাদা কাগজপত্র হাতে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার স্কুয়্যারস। তাঁর পেছন পেছন এলেন মিসেস স্কুয়্যারস। বগলদাবা করে দু'খানা বেত এনেছেন।

'কেউ বিনা অনুমতিতে মুখ খুললে,' হুমকি দিলেন স্কুয়্যারস। 'পিঠের চামড়া তুলে নেব।' কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক:

'ছেলেরা, আমি লণ্ডন থেকে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছি।' এ খবর শোনামাত্র তিনবার চিয়ার করার নিয়ম ছাত্রদের। নিকোলাস কোনদিন এত দুর্বল হর্ষধ্বনি শোনেনি। একের পর এক কাগজ উল্টাচ্ছেন স্কুয়্যারস। 'কয়েকজনের বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা তোমাদের ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট। তবে কেউ কেউ অবশ্য আমাকে হতাশ করেছেন। বোল্ডারের বাবা তাঁদের একজন- দু'পাউণ্ড, দশ শিলিং কম দিয়েছেন। কোথায় বোল্ডার? এদিকে এসো।'

রুগ্ন চেহারার এক ছেলে এগিয়ে এল। চেহারায় ভীতির ছাপ স্পষ্ট।

'বোল্ডার,' ধীরে বললেন স্কুয়্যারস, 'তোমার বাবা যদি মনে করেন- আরে! হাতে ওসব কি?' সপাসপ বেতের বাড়ি মারলেন ওর দু'হাতে।

'গোটা উঠেছে, স্যার,' কাঁদতে কাঁদতে বলল ছেলেটি। 'উঠতেই থাকে, সারে না। নোংরা ঘাঁটতে হয় বলে, স্যার- আমার কোন দোষ নেই, স্যার!'

'বোল্ডার,' ধোলাই করতে তৈরি হয়ে বললেন স্কুলশিক্ষক। 'তুমি হচ্ছ শয়তানের একশেষ। বেতের বাড়িতেও শিক্ষা হয়নি দেখছি। তোমার মজা বের করছি।' ছেলেটির করুণ আর্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নির্দয়ের মত পেটাতে লাগলেন তিনি। নিজের হাত ব্যথা হয়ে গেলে পর ক্ষান্ত দিলেন।

'স্মাইক, এই বদমাশটাকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করে দে,' গর্জালেন ভদ্রলোক।

ছেলেটিকে নিয়ে স্মাইক বেরিয়ে গেলে আবার আসনগ্রহণ করলেন স্কুয়্যারস।

'হুঁ,' বললেন, 'কবির নামে একটা চিঠি আছে। স্ট্যাণ্ড আপ, কবি।' আরেকটি

ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চিঠিটার দিকে তাকাল। 'কবির দাদী মারা গেছেন, আর ওর চাচা মদ ধরেছে। ব্যাস, এর বেশি কিছু লেখেনি তোমার বোন। তবে সে আঠারো পেন্স পাঠিয়েছে। তাতে শুধু ভাঙা জানালাটার দাম উঠবে। মিসেস স্কুয়্যারস, টাকাটা বুঝে নেবে?'

'এর পরে গ্রেমার্শ,' বললেন স্কুয়্যারস। 'স্ট্যাণ্ড আপ।' সে উঠে দাঁড়ালে পরের চিঠিটায় চোখ রাখলেন স্কুলশিক্ষক। 'গ্রেমার্শের খালা ও ভাল আছে শুনে খুব খুশি। তিনি লিখেছেন, ও যেন মিস্টার স্কুয়্যারস আর তাঁর স্ত্রীকে সবচেয়ে কাছের মানুষ মনে করে। কাপড় পাঠাতে পারছেন না উনি। তবে সেজন্যে মন খারাপ করতে মানা করেছেন। আর বলেছেন, ওয়্যাকফোর্ডের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি না করতে। বাহ্, কী চমৎকার চিঠি– আহা!'

এরপর মবসের পালা। সে দাঁড়ালে রিপোর্ট পেশ করলেন স্কুয়্যারস।

'স্কুলের খাবারের বদনাম করে সৎমাকে অসুস্থ করে দিয়েছে মবস। উনি ওর চিঠি পাওয়ার পর থেকে বিছানা নিয়েছেন। বেচারী জানতে চেয়েছেন, এরচেয়ে ভাল খাবার আর কোথায় পাবে ও। ভদ্রমহিলা আমাকে অনুরোধ করেছেন, বেদম পেটাই করে ওর ভূত যেন ছাড়িয়ে দিই। এখন থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে আধ পেনি করে হাতখরচও বন্ধ। পকেট নাইফ পাঠাবেন বলেছিলেন, সেটাও আর পাঠাচ্ছেন না। খুব খারাপ কথা,' বললেন স্কুয়্যারস, তাঁর হাত শক্ত হলো বেতে। 'এই বয়সেই এত অভিযোগ! এত মন খারাপ! মবস, এদিকে আয়!' ধীর পায়ে ডেস্কের কাছে এগিয়ে এল মবস। সাদা হয়ে গেছে মুখ। একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে সমব্যথীদের সঙ্গে যোগ দিল ও।

মিস্টার স্কুয়্যারস এরপর অন্যান্য চিঠিগুলো পড়লেন। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, ছাত্রদেরকে নিকোলাসের দায়িত্বে বুঝিয়ে দিয়ে। আঁধার ঘনাতে স্কুলরুমে মাথা ঝাঁকিয়ে বসল। রাতে একটুকরো পাঁউরুটি আর পনির জুটল। তাতে খিদেটা আরও চাগিয়ে উঠল।

শিক্ষকের ডেস্কের কাছে ছোট্ট একটা স্টোভ, ওটার পাশে গুটিসুটি মেরে বসল নিকোলাস। হতাশায় ছেয়ে গেছে মন। স্কুয়্যারসদের নিষ্ঠুরতা এবং স্কুলটির মলিনতা ওর শিক্ষকতার সমস্ত আগ্রহ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু এখানে না থেকেই বা উপায় কি? সংসার চলবে কি করে? মা-বোনকে চিঠিতে জানিয়েছে, নিরাপদে পৌঁছেছে ও। বুঝতে দেয়নি, মন টিকছে না।

এসব ভাবছে হঠাৎ চোখ পড়ল ঘাড় কাত করে, হাঁটু গেড়ে স্টোভের পাশে বসে রয়েছে স্মাইক। পড়ে যাওয়া কয়লার টুকরোগুলো কুড়োচ্ছে ও, নিকোলাস দেখে ফেলাতে পেছনে সরে গেল।

'ভয় পেয়ো না,' নরম সুরে বলল নিকোলাস। 'শীত লাগছে?'

'না, না,' দ্রুত জবাব দিল স্মাইক। 'অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'এখানে কদ্দিন আছ? বছর খানেক হবে?' জানতে চাইল নিকোলাস।

'এক বছর!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটি। 'কত বছর নিজেও জানি না– সেই বাচ্চাকাল থেকে। কে জানে বন্ধুরা এখন সব কোথায়? উফ, কী যে কষ্ট এখানে!'

'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে,' বলল নিকোলাস– জানে না কিভাবে সান্ত্বনা দেবে।

'না,' বলল ও, 'কথাটা আমার জন্যে না। যে ছেলেটা এখানে মারা গেছে ওর ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'উঁহু,' বলল নিকোলাস। 'ওই শোনা পর্যন্তই। কেন, কি ব্যাপার বলো তো।'

কাছ ঘেঁষে এল স্মাইক। 'সে রাতে ওর কাছে ছিলাম আমি। বন্ধুদের ডাকছিল ওর পাশে এসে বসার জন্যে। গভীর রাতে প্রিয়জনদের মুখ নাকি দেখতে পাচ্ছিল ও। সবাই ওর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। মারা যাওয়ার সময় মাথাটা তুলে সবাইকে চুমু দিয়ে গেছে। শুনছেন?'

'হ্যাঁ– হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি কাদের চেহারা দেখে মরব?' শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করল স্মাইক। 'কে কথা বলবে আমার সঙ্গে? আমার তো বাড়ি-ঘর নেই, আত্মীয় স্বজন আসবে কোথেকে? আমার বাঁচাও যা, মরাও তা। আমার জীবনের কোন দাম নেই– কোন দাম নেই!'

বেড-টাইম বেল বাজতে শুরু করলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ও। ভারী মন নিয়ে সে রাতে নোংরা বেডরুমে শুতে গেল নিকোলাস।

দশ

এক সকালে নিচে মিস লা ক্রিভির ঘরে নেমে এল কেট। ওর পোর্ট্রেট আঁকা হচ্ছে, চেয়ারে স্থির বসে রইল ও।

'মিলটা আসতে শুরু করেছে,' আঁকার ফাঁকে বলল লা ক্রিভি। 'এটাই হবে আমার জীবনের সেরা পোর্ট্রেট।'

কেট মৃদু হাসল, 'আপনার হাতে জাদু আছে, আমি জানি।'

'আরে না,' বলল লা ক্রিভি। 'সাবজেক্টটাই আসলে দারুণ বেছেছি।'

সকালটা কেটে যাচ্ছিল হাসি-আনন্দে, গল্পগুজবে, কিন্তু ব্যাগড়া দিলেন রালফ নিকলবি। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি।

ওপরতলায় বসে ভদ্রলোক যে খবরগুলো দিলেন তাতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। ম্যাডাম ম্যানটালিনির দর্জির দোকানে কেটের জন্যে চাকরি ঠিক করেছেন।

স্পষ্ট বলে দিলেন, কোর্টের শীঘ্রি কাজ আরম্ভ করা উচিত এবং খুশি মনে। রাজি হতেই হলো কেট আর তার মাকে।

'সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ডিউটি,' বললেন চাচা। 'খাবার ওরাই দেবে, আর বেতন সপ্তাহে ছ' শিলিং।'

'রাত ন'টা পর্যন্ত মা একা থাকবে!' বলল কেট।

'তাতে কি? ন'টার পর তো ফিরেই আসছ।'

'ঠিক আছে, করব,' বলল কেট। ডেভনশায়ার ফার্মে জীবন কত মধুর ছিল! কে জানে কর্মজীবন কেমন লাগবে। দু'চোখ ভরে পানি এল ওর।

'কেঁদো না তো,' ভ্রূ কুঁচকে বললেন রালফ। 'কান্নাকাটি অসহ্য লাগে!'

দ্রুত চোখ মুছে নিল কেট।

'তোর চাচা আমাদের কত উপকার করছেন! মনে রাখিস, মা, সুখের দিন শেষ। এখন কাজ করার সময়।'

'জানি, মা,' বলল কেট।

'শহরের পুব দিকে,' বললেন রালফ, 'আমার একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে। শনিবার এবাড়ি ছেড়ে ওখানে চলে যাবেন আপনারা। বিকেল পাঁচটায় আমার কেরানীকে পাঠাব আপনাদের নিয়ে যেতে।'

ভদ্রলোক চলে গেলে জীবনের নতুন মোড়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করল মা-মেয়ে। মিস লা ক্রিভি ওদের বিদায়ের খবর শুনে মুষড়ে পড়ল।

শনিবার দিন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় হাজির হয়ে গেল নিউম্যান নগস। একটু পরেই নতুন গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা।

বাড়িটা টেমস স্ট্রীটে, নদীর প্রায় লাগোয়া। নগস দরজা খুললে রাজ্যের ধুলো-ময়লা আর ঝুল দেখা গেল জানালাগুলোয়। বোঝা যায়, বহু বছর কেউ বাস করেনি এখানে।

'কী বিশ্রি অন্ধকার বাড়ি,' ভেতরে ঢুকে বলল কেট। 'না জানি কত দুষ্কর্ম হয়েছে এখানে– সে জন্যেই এমন ঘুটঘুটে আঁধার!'

'তোর যত আজগুবি চিন্তা,' বললেন ওর মা। নগসের পেছন পেছন দোতলায় উঠে এলেন।

গুটি কয়েক আসবাবপত্র দেখা গেল। শেলফে খানিকটা দুধ আর চা-ও আছে।

'দেখেছিস,' বললেন মা, 'তোর চাচার সবদিকে কত খেয়াল?'

'হ্যাঁ, চাচার সত্যিই কোন তুলনা হয় না,' বলল কেট। চোখ বুলিয়ে পুরানো চেয়ার-টেবিল আর সিঙ্গল খাটটা দেখে নিল।

ওরা জানে না, চাচা নয়, নিউম্যান নগস এসবের ব্যবস্থা করেছে।

এগারো

দিন গড়ালে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করল নিকোলাস। ইতোমধ্যে স্মাইককে বেশ ক'বার উদ্ধার করেছে স্বামী-স্ত্রীর হাত থেকে। স্মাইককে পেটাতে না পেরে নিকোলাসের ওপর মনে মনে মহাখাপ্পা তাঁরা। এরই মাঝে ঘটল একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা :

জানুয়ারির এক ঠাণ্ডা সকালে স্কুল ছেড়ে পালাল স্মাইক।

ওকে স্কুল বিল্ডিঙে খুঁজে না পেয়ে অগত্যা ঘোড়ায় চেপে বেরোলেন স্কুয়্যারস। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এই জেলারই কোন রাস্তায় দেখা মিলবে ওর। কিন্তু রাস্তা তো আর একটা নয়, অসংখ্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও ছেলেটির ছায়া দেখা গেল না।

পরদিন সকালে ক্যারিজের চাকার শব্দে ঘুম ভাঙল নিকোলাসের। থেমেছে আওয়াজটা। মিসেস স্কুয়্যারসের গলা শোনা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে উঁকি দেয়ার সাহস হচ্ছে না নিকোলাসের, তবু দিল। আরে, স্মাইক না? ওকে ভয়ঙ্কর পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, শরীরময় কাদা-পানি; চেনা মুশকিল।

'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো,' চেঁচালেন স্কুয়্যারস। স্কুলে এনে একটা ঘরে বন্দী করা হলো ওকে; মিস্টার স্কুয়্যারস পরে বোঝাপড়া করবেন ওর সঙ্গে।

পলাতক স্মাইকের ধরা পড়া এবং বন্দী হওয়ার খবর মুহূর্তে চাউর হয়ে গেল গোটা স্কুলে। বিকেলে পেট পুরে খেয়ে, সকালে কিনে আনা বেত হাতে স্কুলরুমে এলেন স্কুয়্যারস। পিছু পিছু তাঁর স্ত্রী।

'সবাই আছে এখানে?' চড়া গলায় জানতে চাইলেন স্কুয়্যারস। আছে, তবে ভয়ে টুঁ শব্দটি করল না কেউ— মেঝের দিকে চোখ সবার।

'সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়ো!' বললেন স্কুয়্যারস, এবং সপাং করে বেত মারলেন ডেস্কটায়। আতঙ্কে উঠল ছেলেরা। 'নিকলবি! তোমার ডেস্কে বসো!' গোমড়া মুখে আদেশ পালন করল নিকোলাস।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, খানিক পরেই টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলেন বন্দীকে। 'তোমার কিছু বলার আছে?' বেত উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন। আতঙ্কিত চোখজোড়া সবার ওপর ঘুরাল স্মাইক, এক মুহূর্তের জন্যে ওদুটো স্থির হলো নিকোলাসের চেহারায়। কিন্তু নিকোলাস তখন নিচের দিকে চেয়ে।

'আমাকে মাফ করে দিন, স্যার!' কেঁদে ফেলল স্মাইক। 'না বুঝে পালিয়েছিলাম।'

'না বুঝে? অকৃতজ্ঞ কুকুর!' মিসেস স্কুয়্যারস সজোরে চড় কষালেন অসহায় ছেলেটির গালে। 'বল, কেন পালিয়েছিলি?'

'তুমি সরো, মাই ডিয়ার,' কঠোর গলায় বললেন স্কুয়্যারস। 'আমি জানি কিভাবে পেটের কথা বার করতে হয়।' বাঁ হাতে স্মাইকের কব্জি চেপে ধরে নির্দয়ের মত বেতের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। থেকে থেকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাকাতর চিৎকার বেরিয়ে আসছে ছেলেটির গলা চিরে। কান দিচ্ছেন না স্কুয়্যারস, মেরেই চলেছেন।

'থামুন!' আচমকা গর্জে উঠল একটি চড়া গলা। সীট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নিকোলাস, স্কুলরুমটিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার গমগমে কণ্ঠস্বর।

'কে চেঁচাল?' চরম ক্রোধে ফিরে চাইলেন স্কুয়্যারস। চোখজোড়া আগুনের মত জ্বলছে।

'আমি,' এগিয়ে এসে বলল নিকোলাস। 'অনেক হয়েছে, আর না।'

'আর না মানে?' চিৎকার করে উঠলেন স্কুয়্যারস।

'আর না মানে, আর না,' বজ্রকঠিন গলায় বলল নিকোলাস। স্কুয়্যারস এতটাই অবাক হয়েছেন, স্মাইকের হাত ছেড়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

'ছেলেগুলোর ওপর এতদিন অনেক অত্যাচার করেছেন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল নিকোলাস। 'কোনদিন ওদের সুখ-দুঃখের খবর নেননি। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে নাক গলাতে হলো।'

রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন স্কুয়্যারস। 'তুই চুপ থাক, ফকিরের বাচ্চা,' চেঁচিয়ে উঠলেন। আবার চেপে ধরলেন স্মাইককে।

'খবরদার! সাহস থাকলে ওর গায়ে আবার হাত তোল দেখি!' খেপার মত চিৎকার করল নিকোলাস। 'আর সহ্য করব না আমি। তোর মত দশটার শক্তি আছে আমার একার গায়ে।'

'সরে যা, কুত্তা কাঁহাকা!' বেত উঁচিয়ে চেঁচালেন স্কুয়্যারস।

'সরব না,' কড়া গলায় জানাল নিকোলাস। 'কে একে মারধর করে দেখি।' বন্য জন্তুর মত ডাক ছাড়লেন স্কুয়্যারস। তারপর গায়ের সমস্ত শক্তিতে বেতটা বসিয়ে দিলেন নিকোলাসের গালে। তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে যুবকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কুয়্যারসের ওপর, তারপর বেতটা কেড়ে নিয়ে উন্মাদের মত পেটাতে লাগল ভদ্রলোককে।

'বাঁচাও, বাঁচাও মেরে ফেলল,' চিৎকার জুড়লেন স্কুলশিক্ষক। 'আর কখনও এমন করব না। মাফ চাই।'

একটি ছেলেও নড়ল না একচুল, মিসেস স্কুয়্যারস স্বামীকে টেনে সরিয়ে নিতে ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ফ্যানী দু'হাতে নিকোলাসকে কিল মেরেও থামাতে পারছে না। বেদম প্রহার করেই চলেছে ও। শেষমেশ হাত ব্যথা হয়ে গেলে প্রচণ্ড

দুটো ঘুসি মেরে ক্ষান্ত দিল। দড়াম করে পড়ে গেলেন স্কুয়্যারস, মেঝেতে ঠুকে গেল মাথা। জ্ঞান হারিয়েছেন।

স্কুয়্যারস মরেননি নিশ্চিত হয়ে, গটগট করে স্কুলরুম ছেড়ে বেরিয়ে এল নিকোলাস, চিরদিনের জন্যে। স্মাইককে এদিক ওদিক খুঁজল, কিন্তু ছেলেটি লাপাত্তা।

ওপরে উঠে গিয়ে কাপড়-চোপড় বেঁধে নিল নিকোলাস, তারপর পা বাড়াল স্কুল বিল্ডিঙের বাইরে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করেনি। শীঘ্রিই গ্রেটা ব্রিজের রাস্তায় দেখা গেল ওকে।

বারো

হাঁটার ফাঁকে মনস্থির করে নিল নিকোলাস। লণ্ডনে ফিরে যাবে। পকেটে মাত্র চার শিলিং আর কয়েক পেন্স রয়েছে, যেতে হবে প্রায় আড়াইশো মাইল। ক্ষতি নেই, প্রয়োজন পড়লে এর দ্বিগুণ রাস্তা হাঁটবে ও, সরে যাবে এখান থেকে যতদূর সম্ভব।

মুখ তুলতে দেখতে পেল এক অশ্বারোহী ওর দিকেই আসছে। চিনতেও পারল। মিস্টার জন ব্রাউডি। স্কুয়্যারসের স্কুলে পরিচয় হয়েছিল। কর্কশ ইয়র্কশায়ারীয় কণ্ঠে নিকোলাসকে অভিবাদন জানালেন ভদ্রলোক।

'কি ব্যাপার– মুখে কি হয়েছে?'

'কেটে গেছে,' জবাব দিতে গিয়ে লাল হয়ে গেল চেহারা। 'তবে হাতের সুখ মিটিয়ে বদলাও নিয়েছি।'

'বাহ্, ভাল করেছেন,' উৎসাহ জোগালেন ভদ্রলোক।

'আসল ঘটনা হচ্ছে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে,' বলল নিকোলাস, কিভাবে ব্যাখ্যা করবে বুঝতে পারছে না।

'তাই নাকি? কে করেছে?'

'স্কুয়্যারস,' বলল নিকোলাস। 'ওকে ধোলাই করে চলে যাচ্ছি।'

'কি! স্কুলমাস্টারকে মেরেছেন!' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রাউডি। 'হো! হো! হো! এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে? আপনার হাতটা দিন দেখি। স্কুলমাস্টারকে পিটিয়েছেন! খুব ভাল কাজ করেছেন, সাহেব!' ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান আরকি।

'তা চললেন কোথায়?' অবশেষে জানতে চাইলেন।

'লণ্ডন।'

'যাবেন কিভাবে?'

'হেঁটে।'

ভদ্রলোকের মুখ হাঁ হওয়ার জোগাড়। 'সঙ্গে কত টাকা আছে?'

'বেশি না,' বলল নিকোলাস। 'তবে ম্যানেজ করে ফেলব। ইচ্ছাটাই আসল, উপায় হয়েই যায়।'

জবাব না দিয়ে মানিব্যাগ বার করলেন ব্রাউডি, প্রয়োজন অনুযায়ী ধার নিতে সাধতে লাগলেন নিকোলাসকে। 'নিন না,' বললেন উনি, 'ফেরার পয়সাটা অন্তত রাখুন। শোধ তো একদিন করবেনই জানি।' অবশেষে ভদ্রলোকের ঝুলোঝুলির কাছে হার মানতে হলো। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এক পাউণ্ড ধার নিল নিকোলাস।

'এই লাঠিটাও রাখুন, পথে কাজে আসতে পারে,' রওনা দেয়ার সময় বললেন ব্রাউডি। 'আপনার মঙ্গল হোক!' করমর্দন করে ঘোড়া ছোটালেন। ওঁকে যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে রইল নিকোলাস। তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল।

সে সন্ধ্যায় বেশিদূর যেতে পারল না। তুষারপাত শুরু হয়েছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা সরাইখানায় রাতটা কাটিয়ে ভোরে আবার যাত্রা করল।

সারাদিন একটানা হেঁটে রাতে আবার সস্তার সরাইখানা খোঁজ করতে লাগল। পেল না। শেষমেশ একটা গোলাঘর দেখতে পেয়ে সেঁধিয়ে পড়ল। এক কোণে এলিয়ে দিল ক্লান্ত শরীরটা, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানতেও পারল না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে ধড়ফড় করে উঠে বসল, চোখ কচলে দেখতে পেল কে যেন শুয়ে রয়েছে ওর পাশে। স্বপ্ন দেখছে না তো? ওটা স্মাইক নাকি? হ্যাঁ, সে-ই। হঠাৎ হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল ছেলেটি।

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন– যেখানে বলবেন যাব– আপনি বললে কবরে যেতেও রাজি আছি,' নিকোলাসের হাত আঁকড়ে ধরে অনুনয় করল স্মাইক। 'আপনিই আমার ভরসা– আমাকে সঙ্গে নিন, প্লীজ!'

'আমার ওপর ভরসা করে তো কিছু পাবে না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল নিকোলাস। 'নিজেরই নাজেহাল অবস্থা। আমাকে খুঁজে পেলে কিভাবে?' গত দু'দিন ধরে নাকি ওকে অনুসরণ করেছে স্মাইক। আগে দেখা দেয়নি, নিকোলাস যদি ওকে ফিরিয়ে দেয় সেই ভয়ে।

'বেচারা!' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল নিকোলাস। 'একটাই মাত্র বন্ধু তোমার, সে-ও তোমার মতই হতদরিদ্র, অসহায়!'

'তবু আমাকে সঙ্গে নিন,' মিনতি ঝরল স্মাইকের কণ্ঠে। 'আমি সারাজীবন আপনার চাকর হয়ে থাকব। আমি শুধু আপনার কাছে কাছে থাকতে চাই, ব্যস।'

'থাকবে!' বলল নিকোলাস। 'দু'জনে একসঙ্গে দুনিয়াকে মোকাবেলা করব। এসো!' কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাত বাড়িয়ে দিল স্মাইকের দিকে। গোলাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

বেশ অনেকদিনের যাত্রাশেষে লণ্ডনে পৌঁছল ওরা। নগসের ঠিকানা জেনে নিয়ে ওর আস্তানায় হাজির হতে বেগ পেতে হলো না। স্কুলে কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে এসেই বাড়িতে উঠতে চায়নি নিকোলাস। নিউম্যান নগসের কাছ থেকে মা-বোন-চাচার সব খবরই জানতে পারল। ওর চাচাকে নাকি লম্বা এক চিঠি পাঠিয়েছে ফ্যানী স্কুয়্যারস।

তেরো

মিস লা ক্রিভি নদীর ধারে কেটদের বাসায় বেড়াতে গেল। গিয়ে দেখে মা-মেয়ের চোখে পানি। রালফ আগেই পৌঁছেছেন সেখানে, ফ্যানীর চিঠি নিয়ে। হাত-পা নেড়ে বলছেন, নিকোলাস কিভাবে তার চাকরিদাতাকে মারধর করে, স্কুলের একটি ছেলেকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে– দুটো অপরাধের জন্যেই গ্রেফতার হতে পারে ও।

'আমি বিশ্বাস করি না,' ফুঁপিয়ে উঠল কেট। 'এ সবই মিথ্যে।'

'সত্যি যে তার প্রমাণ তো আছেই,' বললেন চাচা। 'কোথায় ও? সাধুই যদি হবে তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? নিকোলাস খুনের চেষ্টা করেছিল- তাছাড়া, ছেলে চুরির জন্যেও দায়ী।'

'বাজে কথা!' দরজার কাছ থেকে গর্জে উঠল একটি কণ্ঠ। ঘরে ঢুকল নিকোলাস। প্রচণ্ড উত্তেজিত।

বিস্ময়ের ধাক্কায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রালফ। নিকোলাসকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে দু'জনের মধ্যখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল মিস লা ক্রিভি আর কেট।

'নিকোলাস, থামো!' চেঁচাল কেট, ভাইকে জড়িয়ে ধরেছে। 'মাথা ঠাণ্ডা করো!'

'কিসের মাথা ঠাণ্ডা!' বলল নিকোলাস। 'এই লোকের জন্যে কম ভোগান্তি হয়েছে আমার?'

'এসব কি হচ্ছে!' গলা বুজে এল মিসেস নিকলবির। 'চাচার সঙ্গে বেয়াদবি–'

'মা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমারই যত দোষ,' বাধা দিয়ে বলল নিকোলাস। 'সত্যি কথাটা জানো না তুমি। এই লোকটা আমাকে নরকে পাঠিয়েছিল। ওখানে মানুষ বাস করতে পারে না। বাচ্চা ছেলেগুলোর কী যে কষ্ট যদি জানতে। এ লোক সবই জানে!'

'মিস্টার স্কুয়্যারসের ওপর হামলা করেছ কেন?' প্রশ্ন করলেন রালফ। 'লোকটা মরেও যেতে পারত!'

'একটা ছেলেকে গুণ্ডামির হাত থেকে বাঁচাতে যা দরকার তাই করেছি,' বলল নিকোলাস। 'বদমাশটাকে এমন শাস্তি দিয়েছি, জীবনে ভুলবে না।'

'কিন্তু যে ছেলেটা পালিয়েছে তার কি খবর?' জানতে চাইল কেট।

'ও আমার কাছে থাকবে। ছেলেটা অসুস্থ।'

'শুনলেন তো?' বললেন রালফ। 'নিজের মুখেই স্বীকার করল! ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে না?'

'না, দেব না,' কঠিন গলায় জানাল নিকোলাস। 'ওই জঘন্য জায়গায় আর যেতে দেব না ওকে!' নিকোলাসের কথায় যুক্তি আছে বুঝেই মনে হয় চুপ করে গেলেন রালফ, তর্ক করলেন না।

'তবে শুনে রাখো,' বললেন তিনি, 'তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আর না। তোমার মুখ আর দেখতে চাই না আমি।'

তো, লণ্ডনে কাজ খুঁজতে লাগল নিকোলাস। জানে, নগদের অঢেল নেই যে স্মাইক আর ওকে দিনের পর দিন টেনে যেতে পারবে। লণ্ডন ছেড়ে দক্ষিণে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবে ঠিক করল।

দক্ষিণ যাত্রার দিন, মালপত্র হাতে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলল ওরা। স্মাইক কিভাবে ওই স্কুলে গিয়েছিল এবং শৈশবের কথা মনে পড়ে কিনা জানতে চাইল নিকোলাস।

'সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল,' বলল স্মাইক, 'এখনও বৃষ্টি হলে সে দিনের কথা মনে পড়ে।'

'একা নিশ্চয় যাওনি?' প্রশ্ন করল নিকোলাস। 'সঙ্গে কে ছিল?'

মনে করে কেঁপে উঠল স্মাইক। 'একটা লোক। কালো, কুঁজোমত। খুব ভয় পেতাম ওকে। তবে পরে দেখলাম, ওর চেয়ে স্কুলটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।'

'মায়ের কথা মনে পড়ে না?'

'না,' বলল স্মাইক। 'একেবারেই না।'

'কোন বাড়ি-টাড়ি?'

'নাহ্,' বলল ছেলেটি। 'শুধু একটা ঘর। মনে আছে, একটা অনেক বড় ঘরে একা শুতাম আমি– বিছানার ওপরে একটা ট্র্যাপডোর ছিল। প্রায়ই ভাবতাম দরজাটার ওপাশে কি আছে। এখনও ওই ঘরটাকে নিয়ে ভয়ের স্বপ্ন দেখি।'

ক'দিন বাদে গোডালমিঙের একটি সরাইখানায় উঠল ওরা। এখানে একদল উচ্ছল মানুষের দেখা পাওয়া গেল। দলটির নেতা মিস্টার ভিনসেন্ট ক্রামলস– থিয়েটারের

লোক। বিভিন্ন শহরে অভিনয় করে বেড়ান। নিকোলাসদের কাজ চাই শুনে ভর্তি করে নিলেন তাঁর দলে।

সুখেই কেটে যাচ্ছিল দিন, বাগড়া দিল নর্গসের চিঠি। কেট নাকি ভাইকে লণ্ডনে ফিরে যেতে বলেছে। জরুরী ব্যাপার। দেরি না করে স্মাইককে নিয়ে লণ্ডনে চলে এল নিকোলাস।

ওরা সিদ্ধান্ত নিল, রালফ নিকলবির বাসা ছেড়ে দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাবে।

চোদ্দ

পুরানো বান্ধবী মিস লা ক্রিভির সঙ্গে আবার জমে উঠল ওদের। স্মাইক কৃতজ্ঞচিত্তে বাড়ির কাজে মন দিল। আর কেট খুশি মনে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাকে সঙ্গ দিতে লাগল।

নিকোলাস কিন্তু উদ্বিগ্ন। যে সামান্য সঞ্চয় ছিল তা শেষ হতে চলেছে। ফলে, কাজের খোঁজ করতে লাগল ও।

একদিন সকালে, একটি রেজিস্টার অফিসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দেখছে সে। চাকরির বিজ্ঞাপন। হঠাৎ খেয়াল হলো এক বৃদ্ধও চেয়ে রয়েছেন জানালাটার দিকে। ভদ্রলোকের বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে চোখ পড়ল নিকোলাসের :

'চাকরি খুঁজছ?' মৃদু হেসে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। 'কেন, বাবা নেই?'

নিকোলাস এবার খুলে বলল। জানাল, বাবা মারা যাওয়ার পর মা-বোনের দায়িত্ব ওর ওপরেই বর্তেছে। ও যে শিক্ষিত ছেলে সে কথাও জানাতে ভুল করল না।

'শিক্ষাই মানুষের সেরা অলঙ্কার, বুঝলে?' বললেন বৃদ্ধ। 'আমার ওটা নেই। এখনও মনে আছে, খালি পায়ে লণ্ডনে এসেছিলাম। আপত্তি না থাকলে তোমার সব কথা আমাকে জানাতে পারো।' ভদ্রলোকের কণ্ঠে এমন একটা কিছু আছে যার ফলে আপত্তি করতে পারল না নিকোলাস। গভীর মনোযোগে শুনলেন তিনি, তারপর ওর একটা হাত চেপে ধরলেন।

'এসো আমার সঙ্গে,' বললেন, 'সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না!' নিকোলাসকে নিয়ে তখুনি পা বাড়ালেন থ্রেডনিডল স্ট্রীটের উদ্দেশে। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এলেন।

ভেতরে ঢোকার মুখে দরজায় লাগানো 'চিয়ারিবল ব্রাদার্স' লেখাটা নজর কাড়ল নিকোলাসের। অনুমান করল, মস্ত বণিক এঁরা। অনেকগুলো প্যাকিং কেস

এবং স্টোরম্যানকেও দেখতে পেল ভেতরে ঢুকে। অফিসরুমে একজন মোটা মত বুড়ো কেরানী বসে আছে, রূপালী ফ্রেমের চশমাটা পিছলে নাকের ওপর নেমে এসেছে।

'ভাই কি রুমে আছে, টিম?' প্রশ্ন করলেন মিস্টার চিয়ারিবল।

'আছেন, স্যার,' বলল কেরানী। 'তবে মিস্টার ট্রিমার্স তাঁর ঘরে গেছেন। সকালে যে লোকটা জাহাজে মাল তোলার সময় মারা গেছে, ওর পরিবারের জন্যে সাহায্য চাইতে এসেছেন।'

'ট্রিমার্সের মনটা বড় ভাল,' নিকোলাসকে বললেন মিস্টার চিয়ারিবল। 'আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহু অভাবী লোকের কথা জানতেও পারতাম না, ও না থাকলে।' ঠিক সে মুহূর্তে ট্রিমার্স বেরিয়ে এলে করমর্দন করলেন দু'বন্ধু। 'লোকটার ছেলেমেয়ে ক'টা, ট্রিমার্স? নেড কত দিল?'

'ছ'টা,' জানালেন ভদ্রলোক। 'তোমার ভাই বিশ পাউণ্ড দিয়েছে।'

'আমার নামেও বিশ পাউণ্ড লেখো, ট্রিমার্স। আহা, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মারা গেছে বেচারা। ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন, ট্রিমার্স। একদিন এসো না, আমাদের সঙ্গে ডিনার করবে।'

'দুনিয়াতে ভালমানুষও কম নেই,' ভাবল নিকোলাস। এঁরা দু'জন ওর অন্তর ছুঁয়েছেন। শীঘ্রিই ওকে আরেকটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। মিস্টার নেড চিয়ারিবল উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভদ্রলোক অবিকল তাঁর ভাইয়ের মত দেখতে। কোন সন্দেহ নেই, যমজ।

'নেড,' বললেন চার্লস চিয়ারিবল, 'এই ছেলেটাকে একটা চাকরি দিতে চাই।' ভাইয়ের মুখে নিকোলাসের জীবন বৃত্তান্ত শুনে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেন না নেড। পুরানো কেরানী টিম বুড়ো হয়ে গেছে। তাকে পেনশন দিয়ে সে জায়গায় নিকোলাসকে নেয়া হবে।

টিম লিঙ্কিনওয়াটারকে ডেকে পাঠানো হলো। নিকোলাস চাকরি করবে শুনে খুশি হলো সে, কিন্তু পেনশনের কথা কানেই তুলল না। কাজ ছাড়বে না।

'গত চুয়াল্লিশটা বছর ধরে এই কোম্পানীতে কাজ করছি। আমি এখানেই মরতে চাই।' কথাগুলো বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেল টিম।

ফলে, নিকোলাসের জন্যে অন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হলো দু'ভাইকে। ওদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাল নিকোলাস।

সে রাতে বাড়িতে খুশির বন্যা বয়ে গেল। নিকোলাস বছরে একশো বিশ পাউণ্ড কামাই করবে শুনে মা-বোনের মুখে হাসি ধরে না।

এতেই সৌভাগ্যের শেষ নয়। ক'দিন পর চিয়ারিবলরা তাঁদের একটি পুরানো কটেজে নিকোলাসের পরিবারকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, যৎসামান্য ভাড়ার বিনিময়ে।

পনেরো

ক'সপ্তাহ পর বুক কীপিঙে পাকা হয়ে উঠল নিকোলাস। কাজে এত বেশি আনন্দ পাচ্ছে যে নিজের কপালকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। চিয়ারিবলদের কর্মচারীরা সবাই চমৎকার মানুষ— মালিকদের মতই।

ইতোমধ্যে বাসা বদলে বো-তে চলে এসেছে নিকোলাসরা। চার্লস চিয়ারিবল এলেন একদিন বেড়াতে। জানালেন, রালফ নিকলবি নাকি দেখা করেছেন ওঁদের সঙ্গে। 'তোমার নামে নালিশ করতে এসেছিলেন,' বললেন। 'কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি। নেড তাঁর কথায় তো কান দেয়ইনি, উল্টে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে।'

'আমি যে কিভাবে আপনাদের ঋণ শোধ করব!' বলল নিকোলাস, ওর প্রতি মালিকদের আস্থায় শ্রদ্ধায় অবনত সে।

'চুপ করে থেকে,' বললেন বৃদ্ধ, হাসছেন। 'তোমার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে। একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'বলুন কি কাজ,' পরম আগ্রহে বলল নিকোলাস।

'একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে— সুন্দরী একটা মেয়েকে,' বললেন ভদ্রলোক। 'তুমিও দেখেছ তাকে। কি, মনে আছে?'

'অফিসে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওই চেহারা কি ভোলা যায়?' বলল নিকোলাস। প্রায়ই ওর ভাবনা-চিন্তায় জুড়ে বসে মেয়েটি।

'ও হচ্ছে আমার প্রাক্তন প্রেমিকার মেয়ে,' বললেন চার্লস। 'যে কারণেই হোক ওর মাকে বিয়ে করতে পারিনি। মহিলা মারা গেছে, বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি। ওর স্বামী মেয়েকে নিয়ে থাকে— প্রায়ই মেয়েটা আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসে। ওর বাবার নাম মিস্টার ব্রে। আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। যদি জানতে পারে, মেয়ে আমার কাছে আসে তবেই সেরেছে, মেয়েটাকে তিষ্ঠোতে দেবে না। ছবি এঁকে, সেলাই করে কোনমতে সংসার চালায় বেচারী।'

তো, দু'ভাই পরিকল্পনা করেছেন, মেয়েটির ছবিগুলো চড়া দামে কিনে নেবেন। নিজেদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় বলে নিকোলাসকে পাঠাচ্ছেন।

ঠিকানা জেনে নিয়েছে নিকোলাস। পরদিন সকালে, হাজির হয়ে গেল মিস্টার ব্রে-র বাড়িতে। ওপরতলার বৈঠকখানায় বসতে দেয়া হয়েছে ওকে। জানালার

পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে বসে আছে মেয়েটি। ওর সব কথা জানার পর থেকে আরও বেশি দুর্বলতা অনুভব করছে নিকোলাস। মেয়েটির কাছেই ইজি চেয়ারে বসা এক রুগ্ন লোক। শুকনো, ফ্যাকাসে মুখটা দেখে বোঝার উপায় নেই পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় তিনি, মনে হয় থুনথুনে বুড়ো।

'ম্যাডেলিন, কে এল রে?' জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রে।

নিকোলাস জানিয়ে দিল ছবি কিনতে এসেছে। টেবিলটার কাছে এসে একটা মুখ বন্ধ খাম রাখল।

'টাকাটা ঠিক আছে কিনা দেখে নে,' বললেন প্রৌঢ়। 'খোল ওটা, মা।'

'খুলতে হবে না, ঠিকই থাকবে,' বলল মেয়েটি। চিয়ারিবলরা নিকোলাসকে পাঠাতে পারেন আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

'আমাকে দেখতে দে। তুই অত শিয়োর হচ্ছিস কি করে? দেখি, পাঁচ পাউণ্ড ঠিক না?'

'হ্যাঁ!' লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল ম্যাডেলিন।

'বেলটা বাজা তো, বেলটা বাজা।' অসুস্থ লোকটি বললেন। 'চাকরটাকে বল আমার জন্যে আঙুর, খবরের কাগজ আর গত সপ্তাহের সেই ওয়াইনটার আরেক বোতল আনতে। জলদি কর না!' তারপর নিকোলাসের দিকে ফিরে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কি, রিসিটের জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'দরকার নেই,' বলল নিকোলাস।

'দরকার নেই মানে! কি বলতে চান আপনি?' ত্বরিত আক্রমণ এল। 'আপনার কি ধারণা টাকাটা আমাদের বখসিস দিয়ে গেলেন? জানেন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন? শুনে রাখেন, আপনার চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি রোজগার করতাম এককালে। দরকার নেই মানেটা কি?'

'মানে কিছু না। বেচতে রাজি হলে আপনার মেয়ের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও ছবি কিনব। তাই অযথা রিসিট নিয়ে বিরক্ত করতে চাই না,' বলল নিকোলাস।

'কারও দয়ার দরকার নেই আমার মেয়ের,' রাগান্বিত মিস্টার ব্রে বললেন। 'ব্যবসা ব্যবসাই।' 'অ্যাই ম্যাডেলিন, রিসিটটা দিয়ে দে তো। কক্ষনো ওটা দিতে ভুল করবি না।'

মেয়েকে রিসিট লেখার ভান করতে দেখে ভদ্রলোক হেলান দিলেন ইজি চেয়ারে, গজগজ করতে লাগলেন।

'আবার কবে আসব?' কাগজটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল নিকোলাস।

'তিন-চার সপ্তাহ পরে,' বলল মেয়েটি।

'কিসের তিন-চার সপ্তাহ?' ঘাড় কাত করে প্রশ্ন করলেন প্রৌঢ়। 'আপনি এক সপ্তাহ পরেই আবার আসবেন।'

নিকোলাস বাউ করে ঘর ছাড়ল। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, ওপর থেকে হালকা পায়ের আওয়াজ কানে এল। পেছন ফিরে চাইলে ম্যাডেলিন জরুরী কণ্ঠে বলল, 'বাবার মেজাজটা আজ সকাল থেকেই বিগড়ে আছে। ওঁর দুর্ব্যবহারের কথা চিয়ারিবল আঙ্কেলদের বলবেন না, প্লীজ। দোহাই আপনার!'

'একথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না,' বলল নিকোলাস।

চোখের পানি আড়াল করতে মুখ ফেরাল ম্যাডেলিন, ঘুরে তরতর করে নেমে গেল নিকোলাস। ম্যাডেলিন ব্রে-র সঙ্গে তার পরিচয় পর্ব এভাবেই শেষ হলো।

ষোলো

স্মাইক গিয়েছিল মিস লা ক্রিভির সঙ্গে দেখা করতে। সাঁঝ ঘনাতে বাড়ির পথ ধরল। শহরের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে ওর। প্রায়ই নিকোলাসের সঙ্গে ঘুরতে বেরোয় তো।

নিউগেটের কাছে, একটা জুয়েলারী দোকানের জানালায় চোখ পড়ল ওর। সামর্থ্য থাকলে গয়না কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সবাইকে চমকে দিত। এসব যখন ভাবছে তখন সাড়ে আটটার ঘন্টা পড়ল। চারদিক নির্জন। সচকিত হলো ও, দ্রুত পা চালাল। রাস্তা পেরনোর সময় ঠোক্কর খেলো একটা ল্যাম্প পোস্টে। ঠিক সে সময় একটা বাচ্চা ছেলে ওর পা জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'ধরেছি, বাবা–জলদি এসো!'

এ কণ্ঠ স্মাইক হাড়ে হাড়ে চেনে। নিচে চেয়ে দেখে ওয়্যাকফোর্ড স্কুয়্যারস পা ধরে বসে আছে, পরমুহূর্তে একটা ছাতার হাতল ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল। ওঁৎ পেতে ছিল ওরা। স্কুয়্যারসকে দেখামাত্র ভয়ে জমে গেল স্মাইক, মুখে রা ফুটল না।

'যাক, পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত!' বন্দীকে আঁকড়ে ধরে চেঁচালেন স্কুয়্যারস। 'ওয়্যাকফোর্ড, জলদি একটা কোচ ডাক তো!'

তো, খানিকক্ষণ পরে ছুটে চলল ওরা। স্মাইকের উল্টোদিকে বসে মিটিমিটি হাসছেন স্কুয়্যারস।

'ভাবতেও পারেনি ওভাবে ধরা পড়ে যাবে!' ছেলেকে বললেন। কান পর্যন্ত ছড়িয়েছে হাসি।

'আমাকে বাড়ি যেতে দিন,' এতক্ষণে মুখ খুলতে পারল স্মাইক।

'যাচ্ছই তো। এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে আবার ইয়র্কশায়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! তা যে কাপড়গুলো পরে ভেগেছিলে কোথায় সেগুলো, চোর

কোথাকার!'

স্মাইক নিকোলাসের উপহার দেয়া ফিটফাট সুটটা একবার দেখে নিল। মিস্টার স্কুয়্যারস চলার পথে ওর কাঁধে অনবরত ছাতার বাট দিয়ে বাড়ি মারছেন। 'কোচের মধ্যে কাউকে কখনও মারিনি। নতুন অভিজ্ঞতা! কোন তুলনা নেই!'

কোচ শেষ পর্যন্ত থামল মিস্টার স্কুয়্যারসের অস্থায়ী নিবাসে। মিস্টার স্নলি নামে একজনের সঙ্গে থাকছেন তিনি।

ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে পেছন দিকের একটা ঘরে আটকে রাখা হলো স্মাইককে। ওর প্রতিক্ষণে মনে পড়ছে বাড়ির মানুষদের কথা. ওরা যেন হঠাৎ করেই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

পরদিন সকালে সারাসিনের সরাইখানায় জমজমাট পার্টি দেয়া হলো। মিস্টার স্কুয়্যারস তাঁর ছেলে মেয়েকে নিয়ে মিস্টার জন ব্রাউডি এবং তাঁর নবপরিণীতাকে স্বাগতম জানালেন। ফ্যানীর বান্ধবী টিলিকে বিয়ে করেছেন ব্রাউডি।

মিস্টার স্কুয়্যারস নবদম্পতিকে সুখবরটা দিতে দেরি করলেন না। 'ধরে ফেলেছি। বলুন তো কাকে?'

'নিকোলাসকে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ব্রাউডি।

'না. তার স্যাঙাৎটাকে.' হাসিমাখা মুখে জানালেন স্কুয়্যারস। 'আটকে রেখেছি ওপরতলার পেছন দিকে। দরজা বন্ধ. বুঝছে মজা!'

'বাহ! জবর তো.' স্কুয়্যারসের গা ঘেঁষে বসে বললেন ব্রাউডি। 'কিভাবে ধরলেন খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

তো. মওকা বুঝে স্মাইককে পাকড়াও করার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন স্কুয়্যারস। তারপর যোগ করলেন. 'কালই ফিরে যাচ্ছি স্কুলে। শয়তানটাকে বিশ্বাস নেই. কখন আবার পালায় কে জানে।'

সন্ধ্যেবেলা আবার আসবেন কথা দিয়ে সস্ত্রীক বিদায় নিলেন ব্রাউডি।

সন্ধ্যেতে গল্পগুজব করতে গিয়ে হঠাৎ করে প্রচণ্ড মাথা ধরল ব্রাউডির। তাঁকে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ওপরতলায় নিয়ে গেল টিলি। খানিক পরে নেমে এসে জানাল. তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে।

আসলে. ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলেন ব্রাউডি। আশেপাশে কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে আলগোছে দরজা খুলে পাশের দরজার সামনে চলে এসেছেন। চাবি লাগানোই আছে. মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা। ঢুকে পড়লেন ভেতরে। তাঁকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে স্মাইক।

'আমাকে চিনেছ?' বিস্মিত ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি ব্রাউডি। স্কুলে দেখোনি আমাকে?'

'দেখেছি. দেখেছি.' তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল স্মাইক। 'প্লীজ. আমাকে

সাহায্য করুন. উনি আমাকে ধরে এনেছেন।'

'আনতে দিলে কেন? শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে পুলিশ ডাকতে পারলে না? এখন চুপ করে থাকো, যা করার আমি করছি।'

পকেট থেকে একটা যন্ত্র বার করে স্মাইককে দিলেন ব্রাউডি। 'এটা দিয়ে লক খুলে পালিয়েছ তুমি। ঘরে পাওয়া যাবে যন্ত্রটা, বুঝেছ? এখন পালাও!' স্মাইককে দ্রুত নিচে নেমে যেতে বললেন ব্রাউডি। নিজে সীটিং রুমের কাছে দাঁড়িয়ে তদারকিতে রইলেন। সবার অগোচরে সদর দরজা খুলে ফেলল ও, তারপর চকিতে পেছন ফিরে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে এক নজর চেয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল। ব্রাউডি ফিরে এলেন শোবার ঘরে, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন: হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে তাঁর।

সতেরো

মিস্টার স্কুয়্যারস সারাসিনে আরও ক'দিন থেকে যাবেন ঠিক করলেন। রালফ নিকলবির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন তিনি, নিকোলাসের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে কিভাবে স্মাইককে পুনরুদ্ধার করবেন সে ব্যাপারে। শীঘ্রিই নতুন ফন্দি এঁটে ফেললেন ওঁরা।

ওদিকে, নিকোলাসদের বাড়িতে বসেছে রসাল আড্ডা। সস্ত্রীক এসেছেন ব্রাউডি, তাছাড়া স্মাইক, কেট, নিকোলাস এবং তার মা তো আছেনই। রাত ঘনালে জোরে টোকা পড়ল দরজায়।

'এত রাতে কে এল?' বিরক্ত নিকোলাস দেখতে গেল। রালফ নিকলবি। তাঁকে দেখে কেটের পেছনে আড়াল নিল স্মাইক। রালফ নিকোলাসের চাচা—অনুমান করে চাচা-ভাতিজার মধ্যখানে এসে দাঁড়ালেন ব্রাউডি।

'আমার কিছু কথা ছিল,' বললেন রালফ।

'কি বলবেন বলুন,' বললেন ব্রাউডি। 'তবে দেখবেন, আমার মেজাজ গরম করে দেবেন না যেন!'

'কথাবার্তার ধরনেই বুঝতে পারছি আপনি মিস্টার ব্রাউডি,' বললেন রালফ, 'হাজার হলেও ইয়র্কশায়ারের গলা।'

'ওই লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না,' ব্রাউডিকে বলল নিকোলাস। 'লোকটার অন্তরে শুধু পাপ আর ঘৃণা।'

'আরে, মাস্টার সাহেব,' একজনকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন ব্রাউডি। 'আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি?'

অগত্যা ঘরে ঢুকলেন স্কুয়্যারস, পেছনে মলি।

'আমরা এসেছি বাপ-ছেলের মিলমিশ করাতে,' ক্রূর হেসে বললেন রালফ। 'মানে ওই স্মাইকের কথা বলছি আরকি।'

'কি যা-তা বলছেন!' গর্জে উঠল নিকোলাস।

'এই যে, ইনি হচ্ছেন স্মাইকের বাবা,' স্নলিকে দেখিয়ে বললেন স্কুয়্যারস।

'ফাজলামির আর জায়গা পাননি?' স্কুয়্যারসকে বলল নিকোলাস। 'আবার মার খাওয়ার শখ হয়েছে?' অমনি দু'পা হটে গেলেন স্কুলশিক্ষক।

'কেমন আছিস রে, বাপ! ইস, তুই যে বেঁচে আছিস আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না রে!' স্মাইকের গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন স্নলি। চাপ পড়াতে হাঁসফাঁস করতে লাগল বেচারা।

নিকোলাস স্নলি, স্কুয়্যারস এবং রালফের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। বিচলিত বোধ করছে। এক ফাঁকে ঝটকা মেরে স্নলির হাত ছাড়িয়ে নিকোলাসের কাছে দৌড়ে এল স্মাইক। 'আমাকে যেতে দেবেন না, দোহাই লাগে,' মিনতি ঝরছে ছেলেটির কণ্ঠে।

'বাবাই যদি হবেন তো ছেলের এই হাল কেন? ওই জঘন্য স্কুলে ছেলেকে পাঠায় কেউ?' প্রশ্ন করল নিকোলাস।

'অ্যাই, ছোকরা, মুখ সামলে কথা বলবে,' চেতে উঠলেন স্কুয়্যারস। 'জঘন্য স্কুল মানে?'

'থামুন!' ধমক দিলেন রালফ। 'পুরো ব্যাপারটা খোলসা করা দরকার। মিস্টার স্নলি প্রমাণ করতে পারবেন, স্মাইক তাঁরই ছেলে। মিস্টার স্কুয়্যারস, এই ছেলেটিকেই তো আপনার স্কুলে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, এটাকেই,' জবাবে বললেন স্কুয়্যারস।

'বেশ,' বললেন রালফ। 'এবার সব শোনা যাক। মিস্টার স্নলি, আপনার প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক ছেলে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

বলে চলেছেন রালফ, 'স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, তাই তো? ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন উনি। পরে জানিয়েছেন, ছেলেটা মারা গেছে— আপনিও বিশ্বাস করেছেন?'

'নিশ্চয়।'

'ভদ্রমহিলা মারা যাওয়ার আগে চিঠিতে স্বীকার করেছেন ছেলে মারা যায়নি— ওকে একটা স্কুলে পাঠিয়েছেন উনি?' বলছেন রালফ।

'ঠিক তাই,' বললেন স্নলি, 'চিঠিটা মাত্র ক'দিন আগে হাতে পেয়েছি।'

গল্প ফুরালে উপযুক্ত প্রমাণও দেখানো হলো। ভাতিজার দিকে চেয়ে বক্র হাসছেন রালফ। আত্মতৃপ্ত। নিকোলাস আর জন ব্রাউডি, দু'জন মিলে পরীক্ষা করেও কাগজপত্রের কোন খুঁত বার করতে পারল না।

'নিকোলাস,' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কেট, 'কথাগুলো কি সত্যি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে রে,' বলল নিকোলাস।

কিন্তু স্মাইক কারও কথা শুনবে না। 'আমি ওদের সঙ্গে যাব না, আপনাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।' কাঁদতে কাঁদতে বলছে। স্কুয়্যারস হাত ধরে টানতে লাগলেন ওকে। বাধ্য হয়ে তাঁকে কলার ধরে হিড়হিড় করে বারান্দায় টেনে নিয়ে গেল নিকোলাস। মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজা।

'প্লীজ, আপনারাও আসুন,' স্কুয়্যারসের সঙ্গীদের বলল ও।

'ছেলেকে না নিয়ে যাব না,' বললেন স্নলি।

'সেটা ছেলেই ঠিক করবে,' কঠোর কণ্ঠে জানাল নিকোলাস। 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে নিয়ে যেতে পারবেন না। ও যদি এখানে থাকতে চায়, থাকবে।'

ভীত ছেলেটির দিকে তাকালেন স্নলি। 'অকৃতজ্ঞ ছেলে। বাপের ভালবাসা চাস না, না? চল, বাড়ি চল।'

'না, না, না!' নিকোলাসকে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল স্মাইক।

মিস্টার স্নলি বুঝলেন হেরে গেছেন। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। নিকোলাসদের দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে রালফ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ওঁরা চলে গেলে কেট জিজ্ঞেস করল, 'স্মাইককে ধরে নিয়ে যেতে অত অস্থির কেন লোকগুলো?'

'বিনে পয়সায় অমন কাজের লোক পাবে আর?' পাল্টা প্রশ্নে জবাব দিল নিকোলাস।

আঠারো

এক সন্ধ্যেয় লণ্ডনের পথে হাঁটছেন রালফ। হঠাৎ করে জমাট মেঘ মুষলধারে বর্ষণ শুরু করল। একটা গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন ভদ্রলোক। লক্ষ করেননি, তাঁকে অনুসরণ করা হয়েছে।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আছেন, কে যেন নাম ধরে ডাকল। মুখ তুলে চেয়েই বিস্ময়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। কালো, কুঁজো, ক্ষুধার্ত চেহারার এক লোক সামনে দাঁড়ানো।

'চিনতে পেরেছেন?' জানতে চাইল লোকটি। 'বহুদিন পর দেখা যদিও, না চেনার তো কথা নয়।'

'তা তো বটেই,' ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল রালফের কণ্ঠ। 'কি চান আপনি?'

'সাহায্য,' বলল লোকটি। 'আপনার হয়ে কম কাজ তো করিনি। এখন

আমার বড় দুরবস্থা। বড্ড খিদের কষ্ট, কিছু টাকা দিন– রুটি কিনব!' শেষ দিকে কেঁপে গেল লোকটির কণ্ঠ।

'কাজ করে খান, মিস্টার ব্রুকার,' বললেন রালফ। 'হাত পাতবেন না।'

'কাজ পাব কই?' বলল ব্রুকার। 'আট বছর জেল খেটেছি। কাজ দেবেন আপনি?'

'অসৎ হলেও, কেরানী হিসেবে খারাপ ছিলেন না আপনি। কিন্তু আমার অফিসে এখন জায়গা খালি নেই।'

'ধরুন, আপনাকে যদি এমন একটা খবর দিই, যেটা আপনার কল্পনাতেও নেই, আর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানেও না, তাহলেও সাহায্য করবেন না?'

'শোনেন, ব্রুকার,' রাগতস্বরে বললেন রালফ। 'আপনাকে ভালই চেনা আছে আমার। আপনি থাকুন আপনার গোপন খবর নিয়ে! আমাকে অত সহজে ঠকাতে পারবেন না!'

'রক্তের সম্পর্কের মানুষরা আপনার প্রিয় নয়?' জানতে চাইল লোকটি।

'না,' নিকোলাসের কথা ভেবে সাফ জানিয়ে দিলেন রালফ। 'ভিক্ষা মাগতে এসে থাকলে, পুরানো কর্মচারী হিসেবে ছ'পেন্স পর্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু বোকা বানিয়ে পয়সা আদায় করতে পারবেন না।' ভ্রূ কুঁচকে সাবেক কেরানীর দিকে একবার চেয়ে হাঁটা ধরলেন রালফ।

ব্রুকার তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় হুঁশ ফিরল ওর। হিড়হিড় করে কাঁপতে কাঁপতে পথচারীদের কাছে হাত পাতল ও।

এ ঘটনার অল্প ক'দিন পরে এক সুদখোর দেখা করতে এল রালফের অফিসে। সত্তরের কাছাকাছি বয়স তার, খাড়া নাক আর চিবুকে রীতিমত খলনায়কের মত দেখায়।

'কেমন আছেন, মিস্টার গ্রাইড,' বললেন রালফ। 'অনেকদিন পর দেখা। তা কি জন্যে এসেছেন বলে ফেলুন। সময় কম।'

'বলছি বলছি,' বলল লোকটি। 'যদি বলি, আমি বিয়ে করব ভেবেছি, চমকে যাবেন?'

'না। পয়সাঅলা বুড়ি বিধবা বাগিয়েছেন?'

'না, না,' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল গ্রাইড। মনের আনন্দ চাপতে দু'হাত ঘষছে। 'উনিশ বছরের এক সুন্দরী।'

'তা কে সেই বেচারী?'

'জানতাম আপনার কৌতূহল হবে,' বলল বৃদ্ধ। 'কেউ শুনছে না তো? মিস্টার নগসের আবার যা ছোঁক ছোঁক করার স্বভাব–' দরজাটা বন্ধ করে এল।

'বলুন কি বলবেন!'

'মেয়েটার নাম ম্যাডেলিন ব্রে,' বলছে বুড়ো। 'ব্রের কথা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই? দু'জনেই ব্যবসা করেছি ওর সঙ্গে। আপনি তো টাকাও পান ওর কাছে।'

রালফের আগ্রহ এবার বহু গুণ বেড়ে গেল। 'ওর মেয়ের কথা বলছেন? হ্যাঁ, ওর কাছে ন'শো প্যাউণ্ডের বেশি পাব।'

'আমি প্যাব সতেরোশো পাউণ্ড!' বলল সুদখোর। 'এখন আমার প্ল্যানটা বলছি, শুনুন। মেয়েটা বাপের কথায় ওঠবস করে। ব্রেকে যদি বলি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সব ধার মাফ করে দেব, রাজি হবে না?'

'ঝেড়ে কাশুন!'

'কাশছি!' মৃদু হাসল বুড়ো। 'বাপটার কাছে কথা পাড়ার জন্যে একজন ঘটক চাই আমার। সেজন্যে আপনি হচ্ছেন সেরা লোক। আপনারও যদি কিছু নগদপ্রাপ্তি ঘটে তো এ কাজে নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে না?'

'এতসবের পেছনে নিশ্চয়ই আরও কোন কারণ আছে,' বললেন রালফ।

'আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি বলে বলিনি,' বলল গ্রাইড। 'কিন্তু জিজ্ঞেস যখন করলেনই, তখন বলে ফেলি। মেয়েটার কপালে সামান্য কিছু সম্পত্তি জুটবে– কেউ জানে না ব্যাপারটা– ওর স্বামীই তো পাবে সব, তাই না? এবার নিশ্চয়ই–'

'পরিষ্কার বুঝেছি,' সংক্ষেপে জানালেন রালফ। 'আমাকে একটু ভাবতে দিন। আপনাকে সাহায্য করলেই তো হবে না, নিজের পকেটের কথাও ভাবতে হবে।'

'একটু কম করে ভাববেন,' অনুনয় জুড়ল বৃদ্ধ। 'ব্রের প্রতি পাউণ্ডের জন্যে দশ শিলিং করে দেব। এর বেশি হলে একদম মারা পড়ব!'

রালফ বুড়োর কথা কানেই তুললেন না। দীর্ঘ কয়েকটি মিনিট গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। 'ওই মেয়েকে বিয়ে করলে মিস্টার ব্রের সমস্ত ঋণ শুধতে হবে আপনাকে। আর আমার ঘটকালির ফি বাবদ আরও পাঁচশো পাউণ্ড। বিয়ের দিন দুটোর টাকাই মিটিয়ে দেবেন– লিখিত থাকবে শর্তটা। এখন ভেবে দেখুন, কি করবেন। ব্রের কাছ থেকে পাওনা ঠিকই আদায় করতে পারব আমি, কোনভাবে না কোনভাবে।'

গ্রাইড কাতরকণ্ঠে বেশ খানিকক্ষণ দর কষাকষি করল, কিন্তু রালফ কানে তুলো গুঁজে রইলেন। শীঘ্রি চুক্তিপত্রে সই-সাবুদ হয়ে গেল। দু'জন যাত্রা করল ব্রের বাড়ির দিকে।

নিউম্যান নগস এবার বেরিয়ে এল কাবার্ড ছেড়ে, ঘাপটি মেরে ছিল ভেতরে। মাথা নাড়ল সে। 'মেয়েটা কে জানি না। কিন্তু বেচারীকে সাহায্য করতে হবে যেভাবে হোক। গ্রাইড আর রালফ নিকলবি! এদের চেয়ে নদ জুটি আর হতে পারে না!' মনে মনে বলল।

উনিশ

রালফ আর গ্রাইড শীঘ্রিই পৌঁছে গেল ব্রের বাড়িতে। অসুস্থ ভদ্রলোক একাই বসে ছিলেন, তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো আগমনের উদ্দেশ্য। সব শুনে ব্রে বললেন, 'আমার ম্যাডেলিন সোনার টুকরো মেয়ে। যে কেউ ওকে পেলে বর্তে যাবে!'

'সেজন্যেই,' সুযোগ বুঝে বললেন রালফ, 'মিস্টার গ্রাইডের মত হীরের টুকরোকে নিয়ে এসেছি। একেবারে সোনায় সোহাগা। ম্যাডেলিনের টাকা নেই, আর গ্রাইড সাহেবের নেই বিয়ের বয়স– সুখী দম্পতি।'

'আমি আর কি বলব?' বললেন ব্রে। 'মেয়েই সিদ্ধান্ত নেবে।'

'তা ঠিক, কিন্তু আপনি তো তাকে রাজি করাতে পারেন,' বললেন রালফ। 'আরামেও থাকতে পারবেন, দেনাও শোধবোধ হয়ে যাবে। যেভাবে পারেন মেয়েকে মানিয়ে ফেলুন। একটু-আধটু হয়তো কান্নাকাটি করবে–'

'শ!' বলে উঠলেন ব্রে। 'আসছে বোধহয়!'

'কবে জানাচ্ছেন?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন রালফ।

'এই এক সপ্তাহ। একটা সপ্তাহ সময় দিন,' বললেন ব্রে। রালফ আর গ্রাইড বেরিয়ে পড়ল।

রালফদের ষড়যন্ত্র জেনে ফেলার পর নগস সেটা নিকোলাসের কানে তুলল।

'মেয়েটা যে কে তা বুঝতে পারলাম না,' সব শেষে বলল নগস।

'নাম কি?' প্রশ্ন করল নিকোলাস।

'ম্যাডেলিন,' বলল নগস। 'ম্যাডেলিন ব্রে। আর যে লোক ওকে বিয়ে করতে চায় সে শয়তানের হাড্ডি, তোমার চাচারও বাড়া!'

'ম্যাডেলিন!' আঁতকে উঠল নিকোলাস। 'আমি যে ওকে ভালবাসি!'

'বলো কি,' নগসের অবাক হবার পালা। 'তোমার চাচা তো এক সুদখোর বুড়োর সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করছেন। আমাদের উচিত মেয়েটাকে বাঁচানো।'

'দরকার হলে জান দিয়ে দেব,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নিকোলাস। 'ওর বাবার কাছে যাব– না, তারচেয়ে রালফের কাছেই যাই।'

'উনি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাছাড়া, তোমার কথায় কান দেবেন না,' বলল নগস। 'আমাদের বরং চিয়ারিবলদের কাছে যাওয়া উচিত।'

'ওঁরা দু'জনেই ব্যবসার কাজে বাইরে গেছেন,' হতাশ কণ্ঠে বলল নিকোলাস। 'কিন্তু সেটা তো কথা নয়। বাবার চাপে মেয়ে রাজি হয়ে গেলে

আমার কি করার আছে!'

'হাল ছাড়ছ কেন!' বলল নগস। 'ভেবে রাস্তা বার করো।'

'একটাই উপায় আছে,' বলল নিকোলাস। 'ম্যাডেলিনের সঙ্গে দেখা করব–অনুরোধ করব রাজি না হতে। অন্ততপক্ষে বিয়েটা কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখুক। কাল আপনার সঙ্গে কথা হবে– এখন বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা ভাবনা করব।'

ঘুরেই রওনা দিল ও।

পরদিন সকালে কেটকে নিয়ে ব্রের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো নিকোলাস। খানিক পরেই রালফ আর গ্রাইডকেও আসতে দেখে দু'জনে পথ রুখে দাঁড়াল।

'অ্যাই, এখানে কি?' গর্জালেন রালফ। 'সামনে থেকে সরো, চোর কোথাকার!'

'আপনাদের কবল থেকে ম্যাডেলিনকে বাঁচাতে এসেছি,' নিচু স্বরে বলল নিকোলাস। 'ও চাইলে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'ও, তলে তলে এত?' ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিতে চাইলেন রালফ। 'গ্রাইড, ব্রেকে ডাকুন, দেখি সে কি বলে।'

'যেখানে আছেন থাকুন!' বলল নিকোলাস। 'সামনে আসার চেষ্টা করবেন না।'

দ্বিধা করছে গ্রাইড। রালফ কেটকে পাশ কাটিয়ে ঢুকতে চাইলেন, মেয়েটিকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে। তাঁর কলার চেপে ধরল নিকোলাস।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এবং ভারী কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল। ওরা সবাই হতবাক। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে শব্দ লক্ষ্য করে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়াল নিকোলাস। বেডরুমের দরজার সামনের জটলাটা ঠেলে পথ করে নিল। মেঝেতে পড়ে রয়েছেন মিস্টার ব্রে, মৃত। আর তাঁর পাশে শুয়ে আছে অচেতন ম্যাডেলিন।

'কিভাবে হলো?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল নিকোলাস।

'চেয়ার থেকে পড়ে মরেছেন,' অনেকগুলো কণ্ঠ জানাল।

'এ বাড়ির মালিক কে?' ম্যাডেলিনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল নিকোলাস। লোকজন এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে দিলে তাঁকে বলল, 'আমি এই মেয়েটির বন্ধুদের তরফ থেকে এসেছি। এই যে, আমার নাম-ঠিকানা। আমার বোন নিচে আছে, একে ও-ই সেবা শুশ্রূষা করবে। আর লাশ দাফনের ব্যবস্থা আমিই করব।'

অজ্ঞান মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে নেমে এল নিকোলাস, কোচ অপেক্ষা করছিল। ম্যাডেলিনকে কেটের দায়িত্বে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এল রালফ আর গ্রাইডের কাছে। লোক দু'জন এই আকস্মিক বিপর্যয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে।

'আপনাদের সব চালাকি বানচাল হয়ে গেছে,' বলল ও।

'তুমি এঁর বউকে কোথায় রেখে এলে?' প্রশ্ন করলেন রালফ।

'এর বউ মানে?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল নিকোলাস। 'বিয়ে হয়েছে? আমার মালিকেরা এই মেয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের পক্ষ হয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'তোমার ওপর অভিশাপ পড়ুক, বদমাশ ছোকরা!' বললেন চাচা।

তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল নিকোলাস।

বিশ

এ ঘটনার কিছুদিন পর স্মাইক অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাঁটতে চলতে পারেই না বলতে গেলে, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, হাওয়া বদলের জন্যে ওকে গ্রামের দিকে নিয়ে যেতে হবে। নিকোলাস চিয়ারিবলদের একথা জানালে চার্লস বললেন, 'তবে আর সময় নষ্ট কোরো না। যেভাবে হোক ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে।'

নিকোলাস স্মাইককে ডেভনশায়ারে নিয়ে যাবে ভাবল। ওখানকার আবহাওয়া উষ্ণ, বাতাসও স্বাস্থ্যকর। সকালের কোচে রওনা দিল ওরা। নিকোলাসদের সেই ফার্মের কাছেই থাকার জায়গা পাওয়া গেল। ক'দিন পর খানিকটা উন্নতি দেখা গেল স্মাইকের। নিকোলাস আর কেটের ছেলেবেলার প্রিয় জায়গাগুলো দেখতে পেলে আর কিছু চায় না ও।

একদিন চার্চইয়ার্ডের গাছটার কাছে স্মাইককে নিয়ে গেল নিকোলাস। 'কেট ছোটবেলায় একবার হারিয়ে গিয়েছিল,' বলল ও। 'অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল এই গাছের নিচে ঘুমিয়ে কাদা। বাবার কবরও এখানে, তাঁর সেরকমই ইচ্ছে ছিল।'

সে রাতে স্মাইকের শিয়রে বসে আছে নিকোলাস, ছেলেটি ওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাইল। 'কথা দিন, আমি মারা গেলে ওই গাছটার কাছে আমাকে কবর দেবেন।'

'ওসব অলক্ষুণে কথা মুখে এনো না,' বলল নিকোলাস। 'দেখো, তুমি ক'দিন পরই ভাল হয়ে যাবে।' মনে মনে অবশ্য কথা দিল।

ক'সপ্তাহ পরে বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা হারাল স্মাইক। মাঝেমধ্যে ওকে কোলে করে দুপুরের রোদে, বাগানে বেরিয়ে আসে নিকোলাস। স্মাইক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে, ও বসে থাকে পাশে।

সূর্যাস্ত দেখতে স্মাইককে একদিন বাগানে নিয়ে এল নিকোলাস। বসে থেকে কখন যে চোখ লেগে এসেছে নিজেও জানে না। হঠাৎ আতঙ্কিত চিৎকার শুনে চমকে জেগে গেল।

'কি হয়েছে, স্মাইক?' ঝুঁকে প্রশ্ন করল নিকোলাস। 'স্বপ্ন দেখেছ?'

'না, না! আমাকে শক্ত করে ধরে থাকুন। ওদিকে তাকান– ওই যে লোকটা, গাছটার পেছনে!' নিকোলাসকে আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল স্মাইক।

'কই, কেউ তো নেই। ভুল দেখেছ,' স্মাইককে শান্ত করতে চাইল নিকোলাস।

'না,' জবাব এল। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'তুমি শুয়ে পড়ো। ভয় নেই, আমি তো আছি।'

'মনে আছে?' নিচু স্বরে বলল স্মাইক। 'যে লোকটা আমাকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল তার কথা আপনাকে বলেছিলাম? ওই গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে ছিল ও, একটু আগেই।'

'একটু ভেবে দেখো,' বলল নিকোলাস। 'লোকটা যদি থেকেও থাকে, এত বছর পর তুমি ওকে চিনলে কিভাবে?'

'ওকে ভোলা যায় না,' বলল স্মাইক। 'প্রায়ই তো কল্পনায় দেখি।' নিকোলাস বহু চেষ্টা করেও ওর ভুল ভাঙাতে পারল না! বুঝে গেল, আর আশা নেই– প্রলাপ বকছে স্মাইক, পৃথিবীর মায়া কাটাতে চলেছে।

শরতের এক শান্ত, পবিত্র দিনে দাফন করা হলো ওকে।

•

লণ্ডনে, একাকী বসে আছেন রালফ নিকলবি। তাঁকে একটি অবিশ্বাস্য সত্য শোনানো হয়েছে। স্মাইক তাঁর ছেলে– তাঁরই ঔরসে ওর জন্ম।

ব্রুকার ফাঁস করে দিয়েছে গোপন কথা। রালফ নিকলবির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর শিশু স্মাইককে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মহিলা। পরে তাঁর অনুরোধে, স্কুয়্যারসের স্কুলে স্মাইককে ভর্তি করে দেয় ব্রুকার। আর রালফকে বেশ পরে জানানো হয়, ছেলে মারা গেছে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা সেই ব্রুকার। স্মাইক ওকেই দেখেছিল।

বড় নির্মম সত্য– ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস! স্নলিকে দিয়ে যে মিথ্যাটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন রালফ, সেটি আসলে তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই চরম বাস্তব।

ঠাণ্ডা আর হতাশায় কেঁপে উঠে ওপরতলায় চলে এলেন রালফ। বড্ড একা বোধ করছেন। তাঁর ছেলে, একমাত্র সন্তান মারা গেছে বহুদূরে– তাঁরই দু'চোখের বিষ ভাতিজার কোলে মাথা রেখে। ছেলেকে হারিয়েছেন জেনেই কি নিকোলাসকে সহ্য করতে পারতেন না? ছেলে বেঁচে আছে জানলে কি অন্যরকম হত তাঁর

জীবন? সন্তানকে ভালবাসলে এবং তার ভালবাসা পেলে কি এতখানি কঠিন হতে পারতেন সবার প্রতি? তাঁকে যে কেউই সহ্য করতে পারে না!

শান্তি কোথায়? কোথায় শান্তি? পাগলের মত ঘরের চারদিকে চাইলেন তিনি, ট্র্যাপ-ডোরটা চোখে পড়ল।

রাতে, বৃষ্টির ছাঁট যখন জানালার শার্সিতে এসে লাগছে, র‍্যালফ নিকলবি তখন ফাঁস পরলেন গলায়।

একুশ

এক শুভ দিনে নিকোলাসের সঙ্গে ম্যাডেলিনের বিয়ে হয়ে গেল। একই দিনে, একই সময়ে চিয়ারিবলরা তাঁদের ভাতিজা ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে কেটের বিয়ে দিলেন।

চিয়ারিবলরা নিকোলাসকে তাঁদের ব্যবসার অংশীদার করে নিলেন। ফ্র্যাঙ্কও রইল সঙ্গে।

ক'বছরের মধ্যে ব্যবসায় প্রচুর উন্নতি করল নিকোলাস; কিনে নিল তাদের পুরানো ফার্ম। এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে দিন কাটে তাদের।

কেটও বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সংসার গুছিয়ে বসেছে। মিসেস নিকলবি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কিছুদিন করে কাটান।

একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ নিকোলাসের বাড়ির কাছেই ছোট একটা কটেজ নিয়ে থাকে। বাচ্চাদের অসম্ভব ভালবাসে সে। বাচ্চারাও তাদের নিউম্যান নগস দাদুকে ভীষণ ভালবাসে।

স্মাইকের কবরের চারপাশ সবুজ ঘাসে ছাওয়া। প্রচুর ফুলগাছও লাগানো হয়েছে। বসন্তে আর গ্রীষ্মে সুগন্ধী, সতেজ ফুল টুপটুপ করে খসে পড়ে কবরের ওপর। বাচ্চাদের কোলাহল ওখানে এসে থেমে যায়, নিচু স্বরে মৃত আঙ্কেলের কথা আলোচনা করে ওরা।

***